কুমারীর পবিত্রতা

প্রথম খন্ড

অখণ্ডমণ্ডলেশ্বর

শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব প্রণীত

পঞ্চম সংস্করণ, ১৩৮৭

— নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ —

— ভিক্ষায়াং নৈব নৈব চ —

অযাচক আশ্রম

স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট, বারাণসী।

ধর্ম্মার্থশুল্ক ২'০০] [মাশুলাদি স্বতন্ত্র

প্রথম সংস্করণের নিবেদন

আমার ব্রহ্মদাতা পিতা শ্রীশ্রীমদ্‌গুরুদেব পরমপূজ্যপাদাচার্য্য স্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব আমার কতিপয় কুমারী গুরুভগিনীর নিকটে যে সকল অমূল্য উপদেশপূর্ণ পত্র বিভিন্ন সময়ে লিখিয়াছিলেন, তাহার কতক অনুলিপি আমার নিকটে ছিল। অবশিষ্ট পত্রগুলির অনুলিপি শ্রীশ্রীবাবামণির নিকটে এবং কুমারী ভগিনীদের নিকটে ছিল। সেইগুলি একত্র করিয়া এই গ্রন্থ প্রকাশিত হইল।

সমগ্র দেশ ব্যাপিয়া প্রত্যেক গৃহস্থের ঘরেই কুমারী কন্যারা রহিয়াছেন। আমি আশা করি, শ্রীশ্রীবাবামণি-লিখিত এই অমূল্য পত্রগুলি প্রত্যেক পিতামাতা নিজ নিজ কুমারী কন্যার হস্তে পৌঁছাইয়া দিতে তৎপর হইবেন। শিক্ষাপদ্ধতির অপূর্ণতা, সামাজিক অবস্থা ও উৎকট অনুকরণ-লিপ্সা কুমারীদের পবিত্রতা-রক্ষার সমস্যাকে ক্রমশঃ তীব্রতর করিয়া তুলিতেছে। এই সময়ে কুমারী মাত্রেরই সহজাত বিচারশক্তি জাগ্রত করা প্রয়োজন, ন্যায়ান্যায়-বোধকে উত্তেজিত করা প্রয়োজন, মঙ্গলামঙ্গল বুঝিবার ক্ষমতাকে বিকশিত করা প্রয়োজন। শ্রীশ্রীবাবামণির কৃপায় নারী-জাতির উন্নতিমূলক ব্যাপারে যতটুকু কাজ করিবার সুযোগ পাইয়াছি, তাহাতে স্পষ্ট অনুভব করিয়াছি যে, কুমারীরা পথভ্রষ্ট হয় তাহাদের তথাকথিত পাপ-প্রবণতায় নহে, কুমারী কন্যারা চপল জগতের অনেক রহস্য সম্বন্ধে একেবারে অজ্ঞ, কিছুই তাহারা জানে না, কিছুই তাহারা বোঝে না, সহজ সারল্যের আনন্দে নাচিয়া গাহিয়া যখন তাহারা কৌমার্য্যের উদ্দাম স্বাধীনতাকে

আস্বাদন করিতে থাকে, তখন তাহাদের অসতর্কতার সুযোগ পাই়া সুযোগান্বেষী পাষণ্ডেরা তাহাদের জীবন-কুম্ভে অমৃতের নাম করি়া গরল ঢালিয়া দিয়া যায়। মিথ্যা করিয়াই এক শ্রেণীর লোক আধুনি কুমারীদিগকে পাপের প্রতিমূর্ত্তি বা লালসার জীবন্ত ছবি বলিয়া বর্ণ করিয়া থাকেন। কুমারী-জীবনে যদি দুর্ভাগ্য আসে, তবে শতকা নব্বইটী স্থলে তার জন্য দায়ী তার অসতর্কতা, তার অজ্ঞতা। জন্যই প্রত্যেক কুমারীকে সতর্কতার অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত করিয়া দেও একান্ত কর্ত্তব্য। তাহা যদি দেশবাসী পিতামাতারা না করিতে পারে তাহা হইলে শুধু হা-হুতাশ করিলে বা ললাটে করাঘাত করিলে রমণীর সতীত্ব-গৌরব রক্ষিত হইবে না।

আশা করা অনুচিত নহে যে, শ্রীশ্রীবাবামণি-লিখিত এই গ্র তাঁহার অপরাপর গ্রন্থের ন্যায় সর্ব্বত্র সমাদৃত হইবে। ইতি-

ভাদ্র ১৩৬২

পুপুনকী
অযাচক আশ্রম
পোঃ চাশ, মানভূম,
ছোটনাগপুর

শ্রীশ্রীস্বরূপানন্দ-চরণারবিন্দ-সমর্পি
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী

সপ্তম সংস্করণের নিবেদন

"কুমারীর পবিত্রতা" প্রথম খণ্ডের দ্বিতীয় সংস্করণ ১৩৫২ সালে আষাঢ় মাসে, তৃতীয় সংস্করণ ১৩৬১ সালের অগ্রহায়ণে, চতু সংস্করণ ১৩৭৫ সালের বৈশাখ মাসে, পঞ্চম সংস্করণ ১৩৭৯ সালে আষাঢ় মাসে এবং ষষ্ঠ সংস্করণ ১৩৮৩র আশ্বিন মাসে প্রকাশিত হয়

অযাচক আশ্রমের মুদ্রণালয় মাসিক "প্রতিধ্বনি" পত্রিকার মুদ্রণ-কার্য্যে অত্যধিক বিব্রত থাকাতে ইহার পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশে অত্যধিক বিলম্ব ঘটিয়াছে। দিনের পর দিন "প্রতিধ্বনি" মাসিক পত্রিকার গ্রাহক-সংখ্যা বিপুল ভাবে বর্দ্ধিত হইতে থাকায় প্রেসকে পত্রিকার মুদ্রণেই প্রায় সর্ব্বসময় ব্যস্ত থাকিতে হইতেছে। বলাই বাহুল্য যে, বঙ্গভাষায় প্রকাশিত যে-কোনও বহুল-প্রচারিত চারি পাঁচখানা ধর্ম্মীয় মাসিক পত্রিকার সম্মিলিত সংখ্যার চেয়েও "প্রতিধ্বনি"র গ্রাহক-সংখ্যা অধিক। এই কারণে অনেক দিন ধরিয়া "কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণ প্রকাশিত হইতে পারে নাই। অবশ্য, ইতিমধ্যে "প্রতিধ্বনি" প্রকাশের ফাঁকে ফাঁকে আমরা "কুমারীর পবিত্রতা" গ্রন্থের তৃতীয় এবং চতুর্থ খণ্ড প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছি। আমরা স্বজাতির মঙ্গলকামী প্রতিটি শিক্ষিত পরিবারে "কুমারীর পবিত্রতা"র ন্যায় অনন্যসাধারণ সদ্‌গ্রন্থের সমাদর প্রত্যাশা করি। ইতিমধ্যে দেশ-মধ্যে-পঙ্কিল যৌনচিন্তার দুরন্ত আধিক্য ঘটিয়াছে। দেশের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা নিঃসঙ্কোচে দেশবাসীর চরিত্রের মান কমাইয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন। সংবাদপত্র-সমূহে প্রকাশিত সংবাদ-সমূহ যদি সত্য হইয়া থাকে, তবে বলিতে হইবে যে, নারীধর্ষণ আজ এমনকি রাজনীতি-চর্চ্চারও অঙ্গীভূত হইয়া গিয়াছে। পূর্ব্ববঙ্গকে চিরকাল পদতলে দাবাইয়া রাখিবার অশুভ অভিপ্রায়ে পাকিস্তান-সমর্থক বর্ব্বরেরা নারীর উপরে যে নির্য্যাতন করিয়াছে, তাহা প্রায় সমগ্র পৃথিবীর ধিক্কার অর্জ্জন করিলেও পশ্চিম-বঙ্গে রাজনীতির নাম করিয়া যেখানে যাহা ঘটিয়াছে, তাহার যোগ্য ধিক্কার-ধ্বনি অভিভাবক-সম্প্রদায় সাহস করিয়া উচ্চারণ

করেন নাই। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থের উপযোগিতা আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে।

উপরিলিখিত মন্তব্য "কুমারীর পবিত্রতা" প্রথম খণ্ডের পঞ্চম সংস্করণের ভূমিকায় নিবেদন করিয়াছিলাম। কিন্তু তাহার পর হইতে শ্রীশ্রীস্বামী স্বরূপানন্দ পরমহংসদেব-প্রবর্ত্তিত "চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের" ব্যাপক প্রস্তুতি চলিতে থাকে এবং জেলায় জেলায় ক্ষুদ্র ভাবে ও বৃহৎ ভাবে এই চরিত্র-গঠন-আন্দোলনের ডাকে উদ্বুদ্ধ নরনারীরা সাড়া দিতে শুরু করিয়াছেন। কাজটী আর কিছুই নহে,—প্রতিটি মানুষকে চরিত্রোন্নয়নের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে আগ্রহী করিবার জন্য সভা, সমিতি, সম্মেলন, শিক্ষণ-শিবির স্থাপন, আলোচনা, প্রত্যালোচনা প্রভৃতি করা। জনসাধারণকে অর্থদানের জন্য উৎপীড়িত না করিয়া এই আন্দোলনটী ক্রমে ক্রমে অগ্রসর হইতেছে এবং প্রথমে সমগ্র আসাম, ত্রিপুরা, কাছাড়, জলপাইগুড়ি ও কুচবিহার জেলা-চতুষ্টয়ের সীমার মধ্যে আবদ্ধ থাকিলেও এক্ষণে বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বর্দ্ধমানকে ধরিয়া খাস কলিকাতায় পর পর তিনটী কল্পনাতীত বিরাট অধিবেশনের মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিতেছে। এমন সময়ে আমরা এই গ্রন্থের সপ্তম সংস্করণ মুদ্রিত করিতে সমর্থ হওয়াতে কৃতার্থ বোধ করিতেছি। কিমধিকমিতি আশ্বিন, ১৩৮৫

অযাচক আশ্রম
স্বরূপানন্দ ষ্ট্রীট
বারাণসী-১

নিবেদক
ব্রহ্মচারিণী সাধনা দেবী,
ব্রহ্মচারী স্নেহময়

উপহার

শ্রী ....

....

....

আসিবে সেদিন আসিবে,
রমণী যেদিন দেবী-প্রতিভায়
যত মলিনতা নাশিবে ॥

* * * * * * * *

ধর্ম্মে কর্ম্মে জ্ঞান-গরিমায়
দিবে এ ধরণী ভরিয়া,
অতীতের শত ধ্বংসের মাঝে
নূতন পৃথিবী গড়িয়া,
যাহা কিছু আছে মঙ্গলহীন,
বাষ্পরাশিতে করে দেবে লীন ;
অশিব অদেব অসুন্দরেরে
চরণের ভারে ত্রাসিবে ॥

* * * * * * * *

—স্বরূপানন্দ—

ওঁ

কুমারীর পবিত্রতা

প্রথম পত্র

—:★:—

জয় মা

কলিকাতা
১০ই কার্ত্তিক, ১৩৩৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, শুভাশিস জানিও।

কিন্তু কি আশিস তোমাকে করিতেছি, জানো মা? তুমি দীর্ঘায়ু হও, তুমি বিদুষী হও, যশস্বিনী হও, ইহাই কি আমার আশীর্ব্বাদ?

প্রীতির পাত্রীকে, স্নেহের নিধিকে এইরূপ আশীর্ব্বাদ লোকে করিয়া থাকে। কিন্তু আমি তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিব,—তুমি পবিত্র হও, তুমি নির্ম্মল হও, তুমি সুন্দর হও। বহুবার তুমি আমার মুখে শুনিয়াছ,—পবিত্রতাই সুন্দরতা, পবিত্রতাই মধুরতা, পবিত্রতাই কমনীয়তা। স্ত্রীজাতির কোমলতা একটা স্বাভাবিক ঐশ্বর্য্য, কিন্তু পবিত্রতাহীন রূপ ও কমনীয়ত্ব রূপও নহে, কান্তিও নহে। পবিত্রতাই জীবনের যথার্থ দীপ্তি, পবিত্রতাই অন্তরের যথার্থ জ্যোতিঃ।

জগতে অনেকে দীর্ঘজীবন লাভ করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্রতাহীনের দীর্ঘায়ু দুঃখেরই জনক, অগৌরবেরই বর্দ্ধক, কলঙ্কেরই প্রসারক। জগতে অনেকে বিদ্যার্জ্জন করিয়া বাগ্মিতায় বা কবিত্বে প্রতিভাবান্ পুরুষদের বিস্ময়-দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্রতাহীনের বিদ্যা ও প্রতিভা কখনও মানবের শ্রদ্ধা বা পূজাবুদ্ধি উদ্দীপিত করিতে পারে নাই। জগতে অনেকেই যশস্বী হইয়াছেন এবং নিজের নাম ও প্রতিপত্তি নানাদিগ্‌দেশে বিস্তারিত করিয়াছেন, কিন্তু পবিত্রতার অমূল্য সম্পদে যে বঞ্চিত, তাহার নাম-যশ ক্ষণভঙ্গুর কাচের মত তুচ্ছ আঘাতে শত শত খণ্ডে বিভক্ত হইয়া ধূলায় গড়াইয়া পড়িয়াছে।

পবিত্রতার ধনে যে ধনী, সে দীর্ঘায়ু না হইলেও জগৎ-পূজ্য। পবিত্রতার সম্পদে যে সমৃদ্ধ, তার বিদ্যা না থাকিলেও সে পণ্ডিতকুলের পূজনীয়। পবিত্রতা হইতে যে স্খলিত হয় না, নামযশ তার না থাকিলেও সে সমগ্র জগতের অর্চ্চনার যোগ্য।

এইজন্যই আমি আশীর্ব্বাদ করিতেছি, তুমি পবিত্র হও।

এই আশীর্ব্বাদ আমি কাহার মুখে প্রথম শুনিয়াছি জানো? আমার মায়ের মুখে। যে জননী দশ মাস দশ দিন জঠরে ধরিয়া আমাকে ধরণীর সুষমামণ্ডিত দৃশ্যাবলি দর্শনের সুযোগ দিয়াছিলেন, ভূলোকে সাক্ষাৎ পরমেশ্বরী সেই জননী

আমাকে এই আশীর্ব্বাদ করিয়াছিলেন। আর, তাঁরই প্রদত্ত আশীর্ব্বাদে, তাঁরই আশীর্ব্বাদের শক্তিতে, আমি ভুবন ভরিয়া বিচরণ করিয়া বেড়াইতেছি।

তোমরা আমাকে ভালবাস। তোমরা আমার দেশদেশান্তর ভ্রমণের কাহিনী শুনিতে ভালবাস। কোন্ পল্লীগ্রামে গিয়া কি ভাবে কচুরীপানা সাফ করিয়াছিলাম, কোন্ বন্ধুর পথের প্রস্তর দিনের পর দিন কঠোর শ্রম সহকারে কাটিয়া লোকচলাচলের যান-যাতায়াতের সুগম পথ করিয়া দিয়াছিলাম, কোথায় কোন্ মুসলমান-পল্লীতে আগুন নিবাইতে যাইয়া আমার চশমার কাচ ফাটিয়া গিয়াছিল, আমার মুখের দাড়ি পুড়িয়া গিয়াছিল, সেই কাহিনী শুনিতে ভালবাস। কিন্তু মা, কেন আমি অন্ধ পুকুরের কচুরী-পানা পরিষ্কার করি, কেন আমি রাস্তার পাথর ভাঙ্গি, পল্লীর আগুন নিবাই, তা কি জান? এ সকল আমার বাহিরের কাজ, অন্তরের নিগূঢ় যোগ এ সকলে নাই। আমি যখন কোদাল মারি আর পাথর ঠুকি, তখন আমার শরীর-মনের প্রত্যেকটী স্পন্দনে আশীর্ব্বাণী উচ্চারণ করি,—"পবিত্র হও, পবিত্র হও।" পবিত্রতার অভিনব এক নয়ন-বিমোহন জগৎ সৃষ্টি করিবার আশীর্ব্বাদ আমি আমার জন্মদাত্রীর জঠর হইতে লইয়া আসিয়াছি, তাই অহর্নিশ আমি জপ করি,—"পবিত্র হও, পবিত্র হও!

আমি কেবল তোমাদিগকেই পবিত্র রাখিবার জন্য ইহা করি, তাহা নহে, ইহাদ্বারা আমি নিজেকেও পবিত্র করি। আমি কত অসুন্দর ছিলাম, আমি কত অসুন্দর হইতে পারিতাম, কিন্তু পবিত্রতার বজ্রধ্বনি, পবিত্রতার পাবন মন্ত্র আমাকে তাহা থাকিতে বা হইতে দেয় নাই। আমি আমার জননীর চরণ-কোণ হইতে এক বিন্দু পুণ্য-আশিস লইয়া আসিয়াছি। হে আমার নয়নানন্দদায়িনী কন্যাগণ, তোমরা তাহা নত শিরে গ্রহণ কর,—"তোমরা পবিত্র হও।" জীবনের দুর্গম বন্ধুর পথে মানব-মানবীর সমক্ষে কত প্রলোভন, কত লালসার জাল ছড়ান রহিয়াছে। একটু আত্মবিস্মৃত হইলে কি পদভ্রষ্ট হইলে, মরিলে। এমন বিপদে বন্ধু কে, সহায় কে? সে সহায় তোমার পবিত্রতা। জীবনে যাহার পবিত্রতার হোমাগ্নি জ্বলিয়াছে, পাপলালসা তাহাকে লুব্ধ করিতে পারে না, তাহাকে কর্ত্তব্যভ্রষ্ট করিতে পারে না—পবিত্রতার যজ্ঞানলে সকল নীচ কামনাকাঙ্ক্ষা তাহার দগ্ধ হইয়া যায়।

এই পবিত্রতার বাণী আজ তোমাদের কর্ণরন্ধ্রে প্রবেশ করাইয়া দেওয়া তোমাদের পিতামাতারই অবশ্য-পালনীয় কর্ত্তব্য। কিন্তু তাঁহারা যদি শুনাইবার অবসর না পাইয়া থাকেন, তবে আজ আমি শুনাইব। কত প্রিয় কথা কহিব, কত অপ্রিয় কথাও কহিব। রাগ ত' করিবে না মা? কত

জানা কথা কহিব, কত অজানা কথাও কহিব। বিরক্ত ত' হইবে না মা? কত সহজবোধ্য কথা কহিব, কত দুর্ব্বোধ্য কথাও কহিব। সহিষ্ণুতা ত' হারাইবে না মা? যে কথা ভাল লাগিবে না, চিন্তা করিয়া দেখিতে চেষ্টা পাইও, সে কথা কেন কহিলাম। যে কথা আর শোন নাই, চিন্তা করিয়া দেখিও, সে কথার প্রকৃত তাৎপর্য্য কি, সেই কথাটুকু হইতে কোন্ শিক্ষণীয় বিষয় আয়ত্ত করিতে হইবে। যে কথা বুঝিতে ক্লেশ হইবে, বারংবার তাহা পাঠ করিও এবং চেষ্টা করিয়া দেখিও, তাহার নিগূঢ় মর্ম্ম বুঝিতে পার কিনা। সোজা কথাটীকেও উপেক্ষা করিও না, কারণ, জগতের অনেক কঠিন সত্য অতি সহজ রূপ ধরিয়া প্রকাশ পায়, আমরা সহজ দেখিয়া তাহার গভীর রহস্যকে কখনও তলাইয়া বুঝা প্রয়োজনও মনে করি না। জানা কথাটীকেও অবজ্ঞা করিও না, কারণ জানা কথাকে ভাল করিয়া জানিতে হইলেও একটা একাগ্রতার প্রয়োজন হয়, একটা সাধনার আবশ্যকতা পড়ে।

আমার সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল। তোমাদের সকলের মঙ্গল-সংবাদে সুখী করিবে। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক

তোমার স্নেহের ছেলে

স্বরূপানন্দ

———

দ্বিতীয় পত্র

জয় মা

ডুয়াল্লী, ঢাকা
২২শে কার্ত্তিক, ১৩৩৯

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * তোমার উপরে কি মা রাগ করিতে পারি ? তুমি তোমার পবিত্রতার সঙ্কল্প দিয়া আমার শুধু স্নেহের যোগ্যা বা প্রীতির পাত্রীই হইয়াছ, তাহা নহে, তুমি আমার পূজাস্পদা হইয়াছ। নীচ লালসাকে তোমার জীবনের শুভ্রতার উপরে প্রভাব বিস্তার করিতে দিবে না বলিয়া সেই দিন বজ্রকণ্ঠে যে বাণী উচ্চারণ করিয়াছ, তাহা আমাকে তোমার মহিমান্বিত মূর্ত্তির নিকটে আরও শ্রদ্ধানত, আরও ভক্তিনম্র করিয়াছে। সমাজের সহস্র কুরীতির আবেষ্টনেও যে তোমার অন্তরের শক্তি দুর্ব্বল হয় নাই, ইহাই আমার অগাধ আনন্দ। নিত্য-নির্ম্মলা মা আমার, তোমার এই পবিত্রতার দীপ্তি আমৃত্যু অক্ষুণ্ণ থাকুক।

তোমার রূপ আমার নয়নে অপরূপ। কারণ, সে রূপবিভা আমার মায়েরই রূপবিভা, সে সৌন্দর্য্য আমার মায়েরই সৌন্দর্য্য। যে গ্রাম হইতে এই পত্রখানা লিখিতেছি, সেই গ্রামটীতে আমার গর্ভধারিণী জননী সাক্ষাৎ-পরমেশ্বরী-রূপিণী শ্রীশ্রীমমতাদেবী ভূমিষ্ঠা হইয়াছিলেন। দীর্ঘকাল পরে এই পল্লীনিকেতনে ধর্ম্মপ্রচার উপলক্ষে আসিয়া আমার কল্পনা-

নয়নে আমার জননীর কৌমার-মূর্ত্তির মধুর সরলতা যেন জীবন্ত হইয়া ভাসিয়া উঠিতেছে। যে জননীর স্তন্যরস পান করিয়া আমি মানুষ হইয়াছি, যে জননী বক্ষের পীযূষে আমাকে মৃত্যুঞ্জয়ী করিয়াছেন, সেই জননী তোমাদের মত বয়সে তোমাদের মত হাসিয়া খেলিয়া পরমানন্দে এই পল্লী-পথে বিচরণ করিতেন, এই পল্লী-কুটীর অমৃত-মধুর সঙ্গীত-লহরীতে মুখরিত করিতেন। আমার সেই সুহাস-সুন্দর মায়ের রূপ আমি তোমাদের মধ্যে দেখিতে পাই, তাই তোমাদিগকে ভাল লাগে। কিন্তু মা, তুমিও অন্তরের অন্তরে সেই কথাটীর অনুভূতি জমাইতে চেষ্টা করিও। তুমি যে সত্যই আমার মা, তুমি যে আমারই মায়ের মত পবিত্র ও মধুর, এই চিন্তাটা তোমার অন্তরে দানা বাঁধুক। তুমি অনুভব করিতে প্রয়াসিনী হও যে, মাতৃত্ববুদ্ধিই তোমার মহিমার মূল, তোমার সাধনার সিদ্ধি। নিজেকে যে বিশ্বজগতের মা বলিয়া জানে না, সে কখনো পবিত্রতা অটুট রাখিতে পারে না। ক্ষুদ্র কামনা ব্যাধ-জালে তাহাকে আটক করে, হীন বাসনা পথবর্ত্তী গুপ্ত গহ্বরে নিপাতিত করিয়া তার চরণযুগল খঞ্জ করে।

সমগ্র জগতের সমক্ষে আজ তোমাকে স্ফীত-বক্ষে স্মিত আস্যে দাঁড়াইতে হইবে। রূপ-সজ্জা লইয়া নয়, এসেন্স-পমেড-পাউডার দিয়া নয়, নৃত্যচপল বিলাস-বিভঙ্গ লইয়া নয়,—দাঁড়াইতে হইবে পবিত্রতার অমোঘ বীর্য্য লইয়া। জগতের

নারী আজ অপবিত্রতায় আত্মহত্যা করিল, প্রবৃত্তির তাড়নায় প্রজ্ঞাদৃষ্টিকে শেলাঘাতে অন্ধ করিল, জীবনের প্রকৃষ্টতম মহিমার শিরে ভোগসর্ব্বস্ব স্বার্থপরতার বজ্র হানিল। তোমাদের পবিত্রতা সেই অবাঞ্ছনীয় দুর্দ্দিনকে অপসারিত করুক, তোমাদের পবিত্রতা নারীর পুনর্জীবন ঘোষণা করুক।

পবিত্রতা তোমার জ্ঞান হউক, পবিত্রতা তোমার ধ্যান হউক, পবিত্রতা তোমার প্রাণ হউক। পবিত্রতাকে বলি দিয়া, পবিত্রতার বিনিময়ে যেন জগতের কোনও সম্পদ আজ ভারত-কুমারীর কাম্য না হয়। পবিত্রতার ক্ষুণ্ণতা আজ যেন কোনও ভারত-কুমারী নীরবে সহ্য না করে।

শুভাশিস জানিও। আমরা কুশলে আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

———

তৃতীয় পত্র

হরিওঁ

কালীঘাট
১২ বৈশাখ, ১৩৪০

পরমকল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * তোমার জীবনের লক্ষ্য থাকিবে পবিত্রতা। তুমি গার্হস্থ্য জীবনের চিন্তাকে মনের মধ্যে এখনই

আসিতে দিও না। যখন যে জীবন গ্রহণের সময় ও প্রয়োজন আসিবে, তখন সে চিন্তা করিবার যথেষ্ট অবকাশ পাইবে। যখন বিবাহের সময় আসিবে, তখন পিতামাতার অভিপ্রায়-ক্রমে বিবাহিত জীবন গ্রহণ করিবে।

কিন্তু পূর্ব্ব হইতেই বিবাহিত জীবনের চিন্তা করিতে থাকিলে মানসিক পবিত্রতার অপচয় ঘটে। এই জন্য বিবাহিত জীবনের সুখস্বপ্ন হইতে চিত্তকে দূরে রাখিবে। এখন তুমি নিমেষের জন্যও ভাবিও না যে, তোমার দেহ ও মন শ্রীভগবানের পূজাব্যতীত অন্য উদ্দেশ্যে সৃষ্ট হইয়াছে। ভগবানের চিন্তাকে চিরসম্বল কর। ভগবান্ তোমার প্রাণারাম হউন। ভগবান্ তোমার বাঞ্ছাকল্পতরু হউন, তোমার দেহ-মন প্রাণের-সর্ব্বাভীষ্ট প্রপূরক হউন। তাঁর উপরে ছাড়া আর কাহারও উপরে তোমার মন যেন নির্ভর না করে। তাঁকে ছাড়া প্রাণ যেন আর কাহাকেও না ভালবাসে।

ভালবাসা এক অপূর্ব্ব বস্তু। যেমন স্থানে ইহা পড়ে, তেমন ফল ইহা প্রসব করে। অস্থানে ভালবাসা পড়িলে ইহা দুঃখের দাবদাহ সৃষ্টি করে। প্রকৃত পাত্রে ভালবাসা পড়িলে ইহা নিত্যানন্দের সঞ্চার করে, প্রেমামৃতের আস্বাদন প্রদান করে। তোমার সমগ্র ভালবাসা নিত্যাভয়প্রদায়ী শ্রীভগবানে পতিত হউক, ভগবানই তোমায় প্রেমের পাত্র হউন।

মনে রাখিও মা, কুমারীর প্রেমে কোনও মানুষের

অধিকার নাই। কুমারীর প্রেমের পাত্র একমাত্র তিনি, যিনি নিজে পবিত্রতাস্বরূপ, যিনি অপাপবিদ্ধ, যিনি নিত্য-কিশোর, সেই পরম প্রেমাভিরাম শ্রীভগবান্। তোমার সমগ্র দেহ-মন-প্রাণ তাঁর প্রতি প্রেমাভিসারে ধাবিত হউক। শ্রীভগবানের প্রেমপাত্রী তুমি, এই চিন্তাই তোমার মধ্যে বিশ্বজগতের সকল পবিত্রতাকে অখণ্ড-মূরতিতে প্রতিষ্ঠিত করিবে।

আধুনিক শিক্ষায় এই কথার স্থান নাই। আধুনিক পিতা-মাতার মনে এই বিষয়ে রুচি নাই। তাই তাঁহারা ভগবানকে ভালবাসিতে না শিখাইয়া কুমারী কন্যাদিগকে বিলাসিতার পঙ্কাবর্ত্তে ঠেলিয়া ফেলিয়া দিতেছেন। ইহার ভিতর দিয়াও কোনও কোনও ক্ষণজন্মা সুচরিতা ভগবান্‌কে জানিবার ব্যাকুলতা অনুভব করিয়া ভোগসুখে অনাস্থা প্রদর্শন করিতেছেন। ইহা এই জাতির এক মহৎ ভাগ্য। ভগবৎ-পরায়ণা পবিত্রতাশালিনী এই পূতচরিত্রা মহিলারাই নবভারতের বিজয়শ্রীমণ্ডিত মহামূর্ত্তির আবির্ভাবের অগ্রদূতী হইবেন সন্দেহ নাই।

কিন্তু আধুনিক শিক্ষার গতি যেই দিকেই ধাবিত হউক, তোমার পিতামাতা তোমাকে ঈশ্বরভক্তির আনুকূল্য দিতেছেন। এই সুযোগ যেন হেলায় না বহিয়া যায়।

তোমার প্রেম তাহাদের প্রতি যেন ধাবিত না হয়, যাহারা বিকারশীল, জরামরণশীল, অচিরস্থায়ী মানব মাত্র। কুমারীর

প্রাণ তাহাদিগকে যেন না চায়, কামক্রোধাদির যাহারা দাস, নরকের যাহারা কীট, রিপুচয়ের যাহারা কিঙ্কর। অবিকারী জরামরণাতীত, চিরস্থায়ী যিনি, সেই ভগবানই যে তোমার একমাত্র প্রাণের আরাধ্য বস্তু, এই অনুভূতিকে অন্তরে জাগরিত কর। তুমি ভগবানের, শ্রীভগবান্ তোমার, এই সত্যকে জ্ঞান-নয়নে দর্শন কর।

শুভাশিষ জানিও। কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

তোমার পাগল ছেলে

স্বরূপানন্দ

চতুর্থ পত্র

হরি ওঁ

পুপুন্‌কী আশ্রম

২১শে, বৈশাখ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, * * * পবিত্রতার প্রতিষ্ঠাকে যে জীবনের পরম লক্ষ্য বলিয়া গ্রহণ করে, তাহাকে ভালবাসিতে হয় ভগবানকে। যিনি পরমপবিত্রতাস্বরূপ, তাঁহাকে ভালবাসিয়াই নরনারী পবিত্রতা প্রাপ্ত হয়। তুমি কুমারী, পবিত্রতা তোমার

ধর্ম্ম হউক, শ্রীভগবান্ তোমার অন্তরতম দেবতা হউন। মনপ্রাণ দিয়া ভগবানকে ভালবাস, নিজ হৃদয় দিয়া ভগবানেরই সুখ-স্পর্শকে আস্বাদন কর। নিজ চিত্ত দিয়া তাঁহার চিত্ত জয় কর। ভগবান্ ভালবাসার ভিখারী, অপবিত্র ভোগ-লুব্ধ কদর্য্য ভালবাসা নহে, অনাবিল পাপ-লেশ-হীন মোহমুক্ত পবিত্রতা-সুন্দর সুমধুর ভালবাসার ভিখারী। তুমি তাঁহাকে তাহা দাও। তবেই তোমার জন্মকর্ম্ম সার্থক হইবে। তবেই তোমার নারীদেহ ধারণ কাজে আসিবে।

স্ত্রীজাতি প্রেমের প্রতিমা। ভালবাসাই তাহার স্বভাব। ভাল না বাসিয়া সে বাঁচিতে পারে না। জল ছাড়া যেমন মাছ বাঁচে না, ভালবাসা ছাড়া তেমন নারী বাঁচে না। মাতৃস্তন্য ছাড়া যেমন শিশু বাঁচে না, ভালবাসা ছাড়া তেমন নারী বাঁচে না। রস ছাড়া যেমন গাছ বাঁচে না, ভালবাসা ছাড়া তেমন নারী বাঁচে না। শ্বাস-বায়ু ছাড়া যেমন কোনও প্রাণীই বাঁচে না, ভালবাসা ছাড়া তেমন নারী বাঁচে না। ভালবাসা-হীনা নারীতে আর পাষাণময়ী মূর্ত্তিতে পার্থক্য নাই। ভালবাসাহীনা নারীতে আর মেঘাচ্ছন্না অমা-রজনীতে তফাৎ নাই। ভালবাসাহীনা নারীতে আর মৃতদেহে কোন বিভিন্নতা নাই। ভালবাসাই নারীর হৃদয়, ভালবাসাই নারীর রূপ, ভালবাসাই নারীর প্রাণ। ভালবাসাই প্রতি রমণীতে বিগ্রহ ধরিয়া মানুষকে ধরা দিতে চাহে।

কিন্তু সেই ভালবাসা মা যার তার মধ্যে ফোটে না। অপরিচ্ছন্ন আঙ্গিনায় যেমন জ্যোৎস্নালোক বিকশিত হয় না, অপরিচ্ছন্ন দেহে, অপরিচ্ছন্ন মনে তেমন ভালবাসার জ্যোতি ফোটে না। দেহ যার পবিত্র ও নির্ম্মল, মন যার বিকারহীন ও শুচি, ভালবাসা তারই মধ্যে নিজের সহস্রমুখিনী বিভাকে বিকশিত করে।

সত্যই কি মা তুমি তোমার জীবনটাকে ভালবাসার অতুল সম্পদে সমৃদ্ধ করিতে চাও? যদি চাও, তবে তোমাকে পবিত্র হইতে হইবে। ভারতবর্ষের প্রত্যেক কুমারীকে আজ মহামন্ত্র "পবিত্রতা" জপ করিতে হইবে। আজিকার ভারতবর্ষে প্রত্যেক কুমারীকে পবিত্রতার সাধনা করিতে হইবে। পবিত্রতাই তাহার সকল পূজার সকল আরাধনার মূল ভিত্তি হউক। পবিত্রতা দিয়াই তাহার জীবন-সাধনার সূত্রপাত হউক। পবিত্রতাই তাহার প্রত্যেকটী কর্ম্মের মূলমন্ত্র হউক। পবিত্রতাই তাহার প্রতিপদবিক্ষেপের পরমসঙ্গিনী হউক। বলীয়সী হউক সে আজ পবিত্রতার বলে, তেজস্বিনী হউক সে আজ পবিত্রতার তেজে, সমুজ্জ্বলা হউক সে আজ পবিত্রতার দীপ্তিতে, অকল্যাণনাশিনী হউক সে আজ পবিত্রতার বহ্নিতে।

আসন্ন বিবাহের চিন্তায়ই বিব্রত রহিবে, ইহাই কুমারী-জীবনের ধর্ম্ম নহে। হয়ত তুমি বিবাহ করিবে, হয় ত তুমি বিবাহ করিবে না, তাহাতে কিছুই যায় আসে না। চিরকুমারীর

জীবন অথবা সধবার সাধন উভয়ের যে-কোনও একটা ভবিষ্যতে তুমি গ্রহণ করিতে পার, কিন্তু তাই বলিয়া বিবাহিত জীবনের প্রতিকূলে বা অনুকূলে যে তোমাকে দিবারাত্রি চিন্তা করিয়া গলদ্‌ঘর্ম্ম হইতে হইবে, তাহা নহে। আত্মীয় স্বজনেরা যদি বিবাহের আলাপ করেনও, তুমি মনের মধ্যে বিবাহের চিন্তা বা আগ্রহকে প্রবেশই করিতে দিও না। তোমার প্রয়োজন আত্মগঠন, তোমার প্রয়োজন উচ্ছৃঙ্খল চিত্তবৃত্তিকে শাসনে আনয়ন, তোমার প্রয়োজন মনকে সর্ব্বদা ভগবানের প্রেমরসে নিমজ্জন। অধিকাংশ মেয়ের পক্ষেই বিবাহের চিন্তা প্রকৃত প্রস্তাবে ভোগের বা ইন্দ্রিয়সুখের চিন্তা ব্যতীত অপর কিছুই নহে। অধিকাংশ মেয়েই বিবাহিত জীবনকে দায়িত্ব-হীন ও জঘন্য দৈহিক সুখানুসন্ধানের জীবন ব্যতীত অপর কিছু বলিয়া মনে করে না। তাহারা ঠাকুরদা ঠাকুরমা প্রভৃতি রসিক গুরুজনদের নিকটে নানাকথা শুনিয়া শুনিয়া বিবাহিত জীবনের যে চিত্র মনে মনে অঙ্কিত করে, তাহা অতিশয় পাশবিক ও অতীব পঙ্কিল। তাহারা বিবাহিত জীবনকে পরমসুখময় বলিয়া মনে করে, কিন্তু প্রকৃত সুখ যে কি বস্তু এবং অস্থায়ী সুখের সহিত পরমসুখের যে কি পার্থক্য, তাহা কখনও কল্পনাও করে না। তাহারা কেবলই ভাবিতে থাকে, কবে তাহারা বড় হইবে, কবে তাহাদের বিবাহ হইবে। শিবের মত স্বামী চাহিবার কথা তাহারা প্রায়ই শোনে, কিন্তু শিব যে

কেমন স্বামী, কত যে তাঁহার ত্যাগ, কেমন যে তাঁহার সংযম, সর্ব্বৈশ্বর্য্যের অধীশ্বর হইয়াও যে তিনি সর্ব্বত্যাগী ও শ্মশানচারী, অঙ্কোপরি ষোড়শী-রূপসী পার্ব্বতীকে ধারণ করিয়াও যে তিনি মদনভস্মকারী জিতেন্দ্রিয় মহাত্মা, তাহা কখনও কল্পনায়ও আনে না। বিবাহের কথা মনে পড়িতেই তাহাদের মনে পৈশাচিক উল্লাসের উৎপত্তি হয় এবং নিরতিশয় পঙ্কিল ও কদর্য্য চিন্তাপ্রবাহে তাহারা অঙ্গ ভাসাইয়া দেয়।

এইরূপ কদর্য্য চিন্তার ফলে শত শত রমণীর দেহের স্বাস্থ্য হারাইয়াছে। এইরূপ পঙ্কিল চিন্তার ফলে শত শত রমণীর মস্তিষ্ক-বিকৃতি ঘটিয়াছে। এইরূপ অপবিত্র চিন্তা শত শত রমণীর অন্তর হইতে প্রকৃত ভালবাসার বিনাশ সাধন করিয়াছে। এইরূপ উত্তেজক চিন্তা দেহকে বৃথাই রুগ্ন এবং মস্তিষ্ককে নিষ্প্রয়োজনে ক্লান্ত করিয়া অসংখ্য রমণীর জীবন-ভার দুর্ব্বহ করিয়া তুলিয়াছে। উপবাসে মানুষ তত দুর্ব্বল হয় না, কুচিন্তায় যত হয়। রোগে মানুষ তত কৃশ হয় না, কুচিন্তায় যত হয়। কুচিন্তায় মানুষ ভীরু হয়, কাপুরুষ হয়, অলস হয়, অকর্ম্মণ্য হয়। জীবনে যাহার মহৎ কিছু করিবার আছে, কুচিন্তা তাহাকে বর্জ্জন করিতে হইবে। কুচিন্তা-বর্জ্জনই প্রকৃত প্রেমলাভের গোড়ার কথা।

বিবাহ করা যে খারাপ, এই কথা লইয়াও তোমার কোনও আলোচনার প্রয়োজন নাই। কুমারী-জীবনের সৌন্দর্য্যটীকেই

তুমি দিবারাত্রি তোমার ধ্যানে জাগাইয়া রাখ। কুমারী-জীবনের পবিত্রতাটীকেই তুমি তোমার অন্তরের দেদীপ্যমান রাখ। কুমারীর মন ও কুমারীর দেহ সদ্যঃপ্রস্ফুটিত পদ্মফুলটীর মত সুন্দর ও নিষ্পাপ, কুমারীর দেহ ও মন পূর্ণিমার জ্যোৎস্নার ন্যায় স্নিগ্ধ ও প্রসন্ন। কুমারীর দেহ-মন শরৎকালীন সরোবরের ন্যায় স্বচ্ছ ও তলদেশ পর্য্যন্ত নির্ম্মল। জগতে একটী লোকও নাই, কুমারীর দেহকে নিজের খেয়ালে যে ব্যবহার করিতে পারে। জগতে একটী প্রাণীও নাই, কুমারীর পবিত্রতার উপরে যে হস্তক্ষেপ করিবার অধিকার রাখে। পুত্র ক্রোড়ে লইয়া সতীলক্ষ্মী সধবা যত সুন্দর, কুমারী তার চেয়েও সুন্দর। বিলাস-বর্জ্জন করিয়া সাধন-ভজন-পরায়ণা নিষ্ঠাবতী বিধবা যেমন পবিত্র, কুমারী তার চেয়েও পবিত্র। কুমারী-জীবন যেন নিষ্পাপতার আকর, পবিত্রতার খনি, মাধুর্য্যের প্রতিমূর্ত্তি।

আমার চখে কুমারীর মূর্ত্তি এইরূপ। তোমাদের চক্ষে আজ তোমাদের এই মহিমশালিনী মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠুক।

স্ত্রীজাতি-সুলভ লজ্জা প্রত্যেক স্ত্রীলোকেরই পক্ষে স্বাভাবিক। ততটুকু লজ্জা কুমারীরও থাকিবে। কিন্তু স্বাভাবিক লজ্জার অতিরিক্ত এক কণাও বৃথা সঙ্কোচ কোন কুমারীর মধ্যে থাকিবে না, থাকিতে পারে না। কারণ, লজ্জা-জনক কোনও কার্য্য তাহার অভ্যাসে নাই, তাহার আচরণে

নাই। যথার্থ যে কুমারী, গোপনতার সুযোগ লইয়া সে কোনও সুখাস্বাদনেরই চেষ্টা করে না। যথার্থ যে কুমারী, কোনও বান্ধবীর বা বন্ধুর পরামর্শেই সে কোনও লজ্জাজনক কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে না। যথার্থ যে কুমারী, কোনও প্রকার কৌতূহলের বশবর্ত্তিনী হইয়াও সে লোকচক্ষুর অন্তরালে থাকিয়া কোনও অপরাধের অনুষ্ঠান করে না। যথার্থ যে কুমারী, দেহটীকে সে ভগবানের মন্দির বলিয়া গণনা করে এবং ভগবানের পূজাস্থানকে কোনও অন্যায় ব্যবহারের দ্বারাই অপবিত্র করে না। এই জন্যই যথার্থ কুমারীর অন্তরে পাপজনিত লজ্জা বা অপরাধজনিত সঙ্কোচের কোনও স্থান নাই। জাহ্নবী-প্রবাহিনীর ন্যায় সে পবিত্র এবং নিজে সে পবিত্র বলিয়াই তাহাকে দর্শন মাত্র মহাপাতকীর পাপরাশি চিরতরে বিধৌত হইয়া যায়।

জীবনকে পবিত্র রাখ, সর্ব্ববিধ গোপনতার কবল হইতে মুক্ত রাখ। তবেই তুমি আমার নয়নের আনন্দদায়িনী হইবে।

শুভাশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

পঞ্চম পত্র

ওঙ্কার-গুরু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা
ভাদ্র, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, অদ্য তোমার মায়ের একখানা পত্র পাইলাম।

সেই পত্রখানা তোমার দেখিবার জন্য এই সঙ্গেই প্রেরণ করিলাম। তাহার লিখিত পত্রখানা পাঠ করিলে তুমি স্পষ্টই বুঝিতে পারিবে, তোমার প্রতি তোমার স্নেহময়ী জননীর বর্ত্তমান রুক্ষতার কারণ কি। শিক্ষিতা জননী যে তাঁহার কুমারী কন্যার নিকটে কত আপন, তাহাও তাঁহার পত্রপাঠে বুঝিতে পারিবে।

তুমি লাজুকা ও সঙ্কোচ-পরায়ণা, তোমার অন্তরের কথা তুমি তোমার মাকে খুলিয়া বল না। তোমার বান্ধবীদের প্রতি তোমার বিশ্বাস গভীরতর। তোমার মায়ের প্রতি তোমার ততখানি বিশ্বাস নাই। তোমার এই বয়সে তোমার মা-ই যে তোমার সর্ব্বাপেক্ষা বিচক্ষণ পরামর্শদাত্রী, তাহা তুমি বুঝিতে পারিতেছ না। ইহাই তোমার জননীর দুঃখের কারণ।

তোমার যে বয়স, এই বয়সে বহুবিধ চিন্তা অন্তরে জাগরিত হয়। তাহার মধ্যে কতকগুলি চিন্তাকে সৎ বলিয়া স্পষ্ট অনুভব করা যায়। কতকগুলি চিন্তাকে অসৎ বলিয়া স্পষ্ট বুঝা যায়। কতকগুলি চিন্তাকে সৎও নহে, অসৎও নহে, এইরূপ মনে হয়। যাহারা সুরুচির সাধনা করিয়াছে এবং সৎচিন্তার প্রতি শ্রদ্ধাবতী, এমন কুমারীরা কুচিন্তার উদয় মাত্র তাহাকে বামপদাঘাতে বিদায় করে। যাহারা গোপনে গোপনে কুরুচির চর্চ্চা করিয়াছে এবং কুচিন্তার নিয়ত অনুশীলনের ফলে কুচিন্তা যাহাদের ভাল লাগে, তাহারা সচ্চিন্তাকে

বিদায় দিয়া অসচ্চিন্তাতেই মজিয়া থাকে। যাহারা সচ্চিন্তার সাধনা করিয়াছে, তাহারা একটী সচ্চিন্তাকে অবলম্বন করিয়া তার চেয়ে উচ্চতর সচ্চিন্তায় আরোহণ করে। যাহারা কুচিন্তার সাধনা করিয়াছে, তাহারা একটী ক্ষুদ্র কুচিন্তাকে অবলম্বন করিয়া বৃহত্তর ও জঘন্যতর কুচিন্তার মোহময় অন্ধকূপে অবতরণ করে। যে সকল চিন্তা সৎও নহে, অসৎও নহে, সচ্চিন্তার অভ্যাসকারিণী লক্ষ্মীমতী কুমারী কন্যা সেই সকল চিন্তার মধ্যেও সদ্‌ভাবের সৃষ্টি করে। আর, অসচ্চিন্তার অভ্যাস-কারিণী অলক্ষ্মী কুমারী কন্যা সেই সকল চিন্তাকেও অসচ্চিন্তার বিস্তারে সাহায্যকারিণী রূপে গ্রহণ করে। তোমার জননী চাহেন যে, তোমার মনের প্রত্যেকটী চিন্তা সুন্দর হউক, পবিত্র হউক। অসৎ অপবিত্র চিন্তা তোমার মনে কখনও উদিত হইতে না পারুক এবং যদিও বয়সের ধর্ম্মে কখনো তাহা উদিতই হয়, তবে তোমার জাগ্রত শুভবুদ্ধির তাড়নায় তৎক্ষণাৎ সে পলায়ন করুক,—তোমার মাতা ইহাই চাহেন এবং ইহা চাহেন বলিয়াই তিনি তোমার মনের সহিত পরিচিত হইতে চাহেন। এই জন্যই তিনি তোমাকে তাঁহার সহিত আলোচনায় বৃথা-লাজহীনা ও সঙ্কোচ-বিহীনা দেখিতে চাহেন।

বাস্তবিক, গর্ভধারিণী জননীর কাছে যদি কোনও কথা গোপন রাখিতে হয়, তবে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ঐ গোপনতা কুমারীর অমঙ্গল সাধন করে। তোমার খেলা-ধুলা,

স্নেহ-প্রেম, বন্ধু-বান্ধবী, বিদ্যালয় ও লেখাপড়া সম্পর্কিত একটী কথাও যেন মায়ের নিকট গোপন না থাকে।

আমার কাছে তুমি কত কথা খুলিয়া বলিয়া থাক। তোমার পিতার কাছে বা মাতার নিকটে তার সকল কথা বলিতে কেন সঙ্কোচ বোধ করিবে, আমি ত মা তাহা বুঝিতে পারি না। তোমার অন্তরের উচ্চাকাঙ্ক্ষার কত কথাই আমার নিকটে তুমি বলিয়াছ। বড় হইয়া নারীজাতির কি উন্নতি সাধন করিবে, স্বদেশের কি সেবা করিবে. ভগবানকে কেমন করিয়া লাভ করিবে এসব কত কথাই ত' আমার সহিত নিঃসঙ্কোচে আলোচনা কর। এই সব আলোচনা তোমার পিতা-মাতার সহিত নিঃসঙ্কোচে করা উচিত। তাহার ফলে তোমার সৎসঙ্কল্পের দৃঢ়তা বাড়িবে এবং এমন কোনও সদ্‌বিষয় যদি থাকে, যাহার প্রতি তোমার পিতামাতার দৃষ্টি আকৃষ্ট হয় নাই বা রুচি সৃষ্ট হয় নাই, তবে তোমার খোলা আলোচনায় তাঁহাদের দৃষ্টি সেই দিকে আকৃষ্ট এবং তাঁহাদের রুচি সেই বিষয়ে সৃষ্ট হইবে। ইহা দ্বারা তুমি জগৎকে লাভবান্ করিতে পারিবে। প্রত্যেক পিতামাতার যে এক ভ্রান্ত সংস্কার রহিয়াছে যে, কন্যা হইলেই বিবাহ দিতে হইবে এবং বিবাহ হইলেই প্রত্যেক কন্যাকে গণ্ডায় গণ্ডায় সন্তান প্রসব করিতে হইবে, নতুবা আর নারীজন্মের কোনও সার্থকতা রহিল না, তোমার সহিত খোলাখুলি আলোচনায় তোমার পিতা-মাতার মন

হইতে সেই সামাজিকতার ধাঁধা দূর হইতে পারিবে।

তুমি তোমার বন্ধু ও বান্ধবীদের সহিত যেই সকল আলোচনা কর, তাহাও তোমার জননীকে জানিতে দেওয়া উচিত। যেই তুমি আমার সহিত আলোচনাকালে হয়ত কত উচ্চ উচ্চ বিষয়ের অবতারণা কর, সেই তুমিই হয়ত তোমার সহপাঠী ও সমপাঠিনীদের সহিত আলাপের কালে তাদের মাপকাঠি অনুযায়ী চলিতে চেষ্টা কর এবং তাদের নীতি ও ধর্ম্মের জ্ঞান যতটুকু প্রসারিত, তাহারই মধ্যে অবস্থান কর। ফলে, সেই সময়ে হয়ত তোমার মুখে এমন কথা উচ্চারিত হয়, হয়ত তোমার মনে এমন চিন্তার উদ্রেক হয়, হয়ত তোমার ব্যবহারে এমন ইঙ্গিত ফুটিয়া উঠে, তাহা তুমি লক্ষ্য কর না বলিয়া নীচ বা বর্জ্জনীয় বলিয়া বুঝিতে পার না, কিন্তু মাতার নিকট বা গুরুর নিকট প্রকাশ করিতে অসমর্থ হও। যেখানে দেখিবে, কাহারও নিকট কোনও কথা কহিয়া সেই কথাটী জননীকে বা গুরুদেবকে শুনাইতে কুণ্ঠা আসে, সেখানে জানিবে, খুব সম্ভবতঃ সেই কথাটীর ভিতরে একটা অপরাধ বা অন্যায় লুকাইয়া রহিয়াছে। যেখানে দেখিবে, কোনও একটা চিন্তা বন্ধু-জন-সংসর্গে উচ্ছ্বসিত-শীর্ষ বাসুকীর মত গর্জ্জিয়া উঠিয়াছে, কিন্তু মাতা বা গুরুর সন্নিধানে আসিতেই সেই চিন্তাটী যেন কতকটা জড়সড় হইয়া থাকিতে চাহিতেছে,

সেখানে জানিবে, এই চিন্তাটীর পশ্চাতে কোনও নিশ্চিত অমঙ্গল প্রচ্ছন্নভাবে থাকিয়া তোমার অনিষ্ট সাধনের উদ্যোগ করিতেছে। যেখানে দেখিবে, বন্ধুজন-সংসর্গে দেহমনের উচ্ছ্বাস ও উচ্ছৃঙ্খলতা তোমাকে এমন ব্যবহারে বা হস্ত-পদ-মুখাদির এমন ইঙ্গিতে প্ররোচিত করিতেছে, যেরূপ উচ্ছ্বাস বা উচ্ছৃঙ্খলতা, যেরূপ ব্যবহার বা ইঙ্গিত মাতৃদেবীর বা সদ্‌গুরুর সন্নিধানে প্রদর্শন করিতে তোমার সাহসে কুলায় না, সেখানে জানিবে, ইহার মধ্যে বিপদ আছে দুঃখ আছে, পাপ আছে। কিন্তু ছোটবড়, ভালমন্দ, প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য সকল কথা যদি মাকে খুলিয়া বলিতে শিক্ষা কর, এ সকল বিঘ্ন ও বিপদ, এ সকল পাপ ও অপরাধ, এ সকল অমঙ্গল ও অন্যায় তোমাকে কখনই কবলিত করিতে পারিবে না।

তুমি তোমার মায়ের পত্রখানা বারংবার পড়িও, এবং তাঁহার নিকটে সরল, অকপট ও অকুণ্ঠিত হইতে চেষ্টা করিও। তোমার রোগ-শোক, আধি-ব্যাধি, রুচি-অরুচি, স্নেহ-প্রেম, আকাঙ্ক্ষা-বিরাগ প্রভৃতি সকল বিষয়ে তাঁহাকে তোমার প্রথম পরামর্শ-দাত্রী-রূপে গ্রহণ করিও।

শুভাশিষ জানিও। তোমাদের কুশল দিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

ষষ্ঠ পত্র

চট্টগ্রাম
২১শে আশ্বিন, ১৩৪০

জয়গুরু শ্রীগুরু

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, চট্টগ্রাম আসিয়া এক তাড়া পত্রের সহিত তোমার পত্র পাইলাম। দুইটী কথায় পত্রখানা শেষ করিয়াছ, কিন্তু আমি দুইটী কথাতেই আমার উত্তর শেষ করিতে পারি না, যদিও আমার হাতে সময় নাই।

তোমার মত বয়সের মেয়েরা নিজ জীবনের পরিবর্ত্তনের প্রবাহে নিজেদিগকে হারাইয়া ফেলে, কর্ত্তব্যাকর্ত্তব্য বুঝিতে অক্ষম হয়, কৈশোর হইতে যৌবনের পথে অগ্রসর হইতে গিয়া দিগ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে, নিজ শরীরের মধ্যেই নানা প্রকারের রূপান্তর লক্ষ্য করিয়া অবাক্ হয় এবং নানা প্রকারের অভিনব ভাবের সঞ্চারণায় আত্মভোলা হইয়া অনুতাপযোগ্য কার্য্য করিয়া ফেলে অথবা ক্ষতিজনক অভ্যাসকে আয়ত্ত করে। এই জন্যই তোমাদের একান্ত সতর্কতার প্রয়োজন।

এই বয়সে তোমার নিজের নিকটেই তুমি এক রহস্য, এক হেঁয়ালি। তোমার দেহ এবং মন নিত্য নূতন রূপান্তর পাইতেছে। শরীরের যেখানে যেরূপ ছিল না, দিনে দিনে তাহারই প্রকাশ ঘটিতেছে, মনে যেসব ভাবের কখনো উদয় হইত না, এখন তেমনি সব ভাব নিত্য নূতন বৈচিত্র্য লইয়া

ফুটিয়া উঠিতেছে। এ যেন বসন্তকালের উদ্যান। যে গাছে বিকাল বেলায় কুঁড়িটীও ছিল না, সেই গাছে সকালে একটী কুঁড়ি মেলিল, যে গাছে সকাল বেলায় ফুল ছিল না, সে গাছে বিকাল বেলায় ফুল ফুটিল। এই হঠাৎ নূতনত্বে অনেকের মাথা ঘুরিয়া যায়, অনেকের বুদ্ধি লোপ পায়। তাই না তোমার এই বয়সে এত সতর্কতার প্রয়োজন।

আগে যাহাকে দেখিলে যে ভাব হইত না, এখন তাহাকে দেখিয়া সে ভাব হইতে চাহে। আগে যাহার সহিত মিশিলে যে অনুভূতি হইত না, এখন তাহার সান্নিধ্যে গেলে সে অনুভূতি পাওয়া যায়। বয়সেরই গুণে এখন যেন সমগ্র জগতের মধ্যে একটা সম্বন্ধ-বিপর্য্যয় ঘটিয়া যাইতে চাহিতেছে। যে বস্তু আগে কণামাত্র কৌতূহল উৎপাদন করিতে পারিত না, এখন সেই বস্তুতে এক এক সময়ে যেন অলঙ্ঘনীয় ও অনতিক্রমণীয় আকর্ষণ উপলব্ধ হইতেছে। ভালমন্দের বিচার-বিবেচনার যেন অবসর মিলে না ; মন কোন্ পথে চলিতেছে, দেহ কোন্ কাজে প্রবৃত্ত হইতেছে, সেই বিষয়ে সুস্থির-ভাবে চিন্তার যেন অবকাশ নাই। এমন যে সময়, এই সময়ে তোমার প্রকৃতই সুকঠোর সতর্কতার প্রয়োজন।

এই সময়ে যে সতর্ক হইয়া চলে না, অজ্ঞাতসারে বিপদ তাহাকে ঘিরিয়া ফেলে। জীবনের নির্ম্মল আকাশে আস্তে আস্তে দুর্ভাগ্যের মেঘ-সঞ্চার হইতে আরম্ভ করে এবং তুমুল

ঝটিকা সকল কল্যাণের মূলদেশ উৎখাত করিয়া ফেলিবার পূর্ব্বে অনেক সময়ে বুঝিয়া উঠিতেই পারা যায় না, কি হইতে কি হইয়া গেল। তুচ্ছ অসতর্কতার ফলে কত অবাঞ্ছনীয় আগন্তুক উৎপাত আসিয়া জীবনের বেদীমূলে শিকড় গাড়িয়া বসে এবং পরিশেষে দেবপূজার পীঠস্থানকে খট্টাস-বিষ্ঠাস্তূপে পরিণত করে। ক্ষুদ্র একটী অবিবেচনা জীবনব্যাপী দুঃখের সৃষ্টি করে। ছোট্ট একটী স্খলালসা আমরণ অশ্রুরাশির জন্ম দেয়, নগণ্য একটুকু দৃষ্টিদৈন্য অসহনীয় অনুতাপের দীর্ঘশ্বাসে বক্ষ বিদীর্ণ করে।

আমার কথাগুলিও তোমার কাছে কি না হেঁয়ালীর মত ঠেকিতেছে? ঠেকুক, কিন্তু তবু তুমি আমার লিখিত প্রত্যেকটী অক্ষরের প্রকৃত মর্ম্ম অনুধাবন করিতে চেষ্টা করিও। একদিনে আমার বক্তব্য বিষয় বুঝিতে না পার, দশ দিনে বুঝিবার চেষ্টা করিও। আমি জানি, আমার পত্র অনেক বুদ্ধিমতী মেয়েরই ন্যায় তুমিও যত্ন করিয়া রাখ। কিন্তু যত্ন করিয়া বাক্সে পুরিয়া রাখিলেই হইবে না, ইহার প্রত্যেকটী অক্ষর তোমার নিকটে কোন্ বার্ত্তা বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে যত্ন করিয়া তাহা বুঝিতে হইবে। এমন অনেক কথাই আছে, যাহা তোমাদের নিকটে সোজাসুজি বলা চলে না, বাধ্য হইয়াই একটু ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিতে হয়। যেদিন হইতে মানুষ কাপড় পরিতে শিখিল, সেই দিন হইতেই জীবনের অনেক গূঢ় ও আশ্চর্য্য

রহস্য ভাষার বিচিত্রতার মধ্য দিয়া ঘুরাইয়া ফিরাইয়া বলিবার রীতি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। সেই প্রচলিত রীতির ভিতরে মঙ্গলও আছে, সুতরাং আমাকেও সেই রীতি রক্ষা করিতে হইবে।

যৌবনকে বিষম কাল বলা হইয়াছে। বিশেষভাবে যৌবনের প্রথম উন্মেষ-কাল সম্বন্ধে এই কথা একটু অতিরিক্ত ভাবেই প্রযোজ্য। কারণ, এই বয়সে যে কোনও পুরুষ বা নারী এমন ভুল করিতে পারে, এমন কদভ্যাস আয়ত্ত করিতে পারে, যার জন্য আমরণ অনুতাপ অবশ্যম্ভাবী। আমি কুমারীদেরই কথা এখানে বিশেষ-ভাবে উল্লেখ করিতেছি। কোনও-কুমারীরই জীবনের সুখ ও শান্তি নিরাপদ নহে, যদি সে এই সময়ে উপযুক্তভাবে সতর্ক না থাকে। কোনও কুমারীরই ভাগ্য রাহুগ্রাস হইতে মুক্ত নহে, যদি সে এই সময়ে নিজ মান, নিজ মর্য্যাদা, নিজ পবিত্রতা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য শস্ত্রধারিণী না হয়। এই সময়ের সতর্কতার উপরে তোমার স্বাস্থ্য নির্ভর করে, তোমার কর্ম্মক্ষমতা নির্ভর করে, তোমার সৎসাহসিকতা নির্ভর করে, তোমার জীবন-সাধনার সাফল্য নির্ভর করে।

যে বুদ্ধিমতী কুমারী পবিত্র জীবন যাপন করে, অপবিত্রতাকে ঘৃণা করে, পাপ হইতে নিজেকে মুক্ত রাখিবার জন্য চেষ্টা করে, পুণ্য কার্য্যে অনুরাগ প্রদর্শন করে, গোপনতাকে বর্জ্জন করে, সরলভাবে অকপটতার সহিত আত্মগঠন করে,

চতুর্দ্দিকে দৃষ্টি রাখিয়া পথ চলে, অন্ধের মত হুজুগের তাড়নায় চলিতে অস্বীকার করে, প্রতি কার্য্যে নিজ ভালমন্দ শুভাশুভ বিচার করে, এবং লোকের সহস্র অনুরোধকে অগ্রাহ্য করিয়াও আপাত-মনোরম অপকার্য্য হইতে বিরত হয়, তার পক্ষে যৌবনের এই প্রথম উন্মেষকে ভয় করিবার কিছুই নাই। নির্ভয়ে সে দিনের পর দিন উন্নতির পথে আরোহণ করে, নিরাপদে সে জীবনের পরম-লক্ষ্যকে আয়ত্ত করে।

আবার বলি মা, সতর্ক হও। যেন এক বিন্দু অপবিত্রতাও তোমাকে মলিন করিয়া দিতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও পাপদৃষ্টি তোমার প্রতি আকৃষ্ট হইতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও পাপ-রসনা তোমাকে লইয়া নারকীয় প্রসঙ্গোচ্চারণ করিতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও পাপস্পর্শ তোমাকে কলঙ্কিত করিয়া যাইতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও কুপরামর্শ তোমার কর্ণে পাপবুদ্ধি ঢালিতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও কুমন্ত্রণা তোমার মনে কুচিন্তার সৃষ্টি করিতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একজনেরও কদর্য্য দৃষ্টান্ত তোমাকে অন্যায় কার্য্যে প্ররোচিত করিতে না পারে, তার জন্য সতর্ক হও। যেন একটী তুচ্ছ প্রমাদও তোমাকে তোমার দেহের বা ইন্দ্রিয়-নিচয়ের অপব্যবহারে প্রলুব্ধ বা প্ররোচিত করিতে না পারে, তার জন্য

সতর্ক হও। যে যুগে স্ত্রীজাতি সহস্র প্রকার শৃঙ্খলে শৃঙ্খলিত ছিল, সেই যুগেও যদি এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন উপলব্ধি হইয়া থাকে, তাহা হইলে যে যুগে স্ত্রীজাতির উদ্দাম স্বাধীনতা প্রায় স্বাভাবিক হইয়া দাঁড়াইয়াছে, সেই যুগে এইরূপ সতর্কতার প্রয়োজন তার চেয়ে শতগুণ অধিক।

নীচতা ও পাপ সকল যুগেই ছিল এবং সকল যুগেই সদাত্মারা নীচতা ও পাপের সহিত সংগ্রাম করিয়াছেন। এই যুগেও নীচতা আছে, পাপ আছে। এই যুগেও সদাত্মারা তাহার সহিত সংগ্রাম করিতে পরাঙ্মুখ হইবেন না।

শুভাশিষ জানিও। আমি কুশলেই আছি। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

সপ্তম পত্র

জয় গুরু

বাগেরহাট, খুলনা

২৩শে কার্ত্তিক, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু ঃ—

স্নেহের মা, প্রত্যেক পদবিক্ষেপে তুমি ছেলেদের মত চলিতে পার না বলিয়াই মনে করিও না যে, মেয়ে হইয়া জন্মটা একটা অপরাধ বা অক্ষমতা। জগতে ছেলেদেরও প্রয়োজন আছে, মেয়েদেরও প্রয়োজন আছে। ছেলেদের প্রয়োজন হইতে মেয়েদের প্রয়োজনে কিছু বিভিন্নতা সকল

দেশেই আছে, সকল যুগেই ছিল। এই জন্যই ছেলেদের ও মেয়েদের আচরণে কতকটা প্রভেদ ঘটিয়া থাকে। তুমি ছেলে হইয়া জন্মাও নাই বলিয়া তোমার দুঃখ করা উচিত নহে। কারণ, মেয়ে হইয়াও তুমি জগতে এমন অনেক মহৎ কার্য্য সম্পাদন করিতে পার, যাহা কোনও ছেলের পক্ষে অসাধ্য।

ছেলেদের এবং মেয়েদের প্রতি সমান ব্যবহার করিবার চেষ্টা বর্ত্তমানে হইতেছে। কিন্তু তাই বলিয়াই মনে করা উচিত নহে যে, ছেলেরা আর মেয়েরা সমান। আমি ত বলি, পুত্রদের চাইতে কন্যাদের গুরুত্ব অধিক। একটা দেশ বা জাতির ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্দ্ধারণে পুত্রদের অপেক্ষা কন্যাদের করণীয় অধিক। একটা অধঃপতিত দেশের দুর্ভাগ্যরাশি বিদূরণে পুত্রদের অপেক্ষা কন্যাদের দায়িত্বও অধিক, নৈতিক প্রভাবও অধিক। আজ যদি সমগ্র দেশব্যাপী শিক্ষাবিস্তারের অনুকূল সুযোগ পাইতাম, তাহা হইলে সর্ব্বাগ্রে আমি কন্যাদের শিক্ষার ব্যবস্থা করিতাম। কারণ, জাতীয় জীবনের ইহারা ধাত্রী, ইহাদের ক্রোড়েই ভবিষ্যৎ ভারত ক্রীড়া করিবে, ইহাদের স্তন্যেই ভবিষ্যৎ ভারত মানুষ হইবে।

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন, একটা সময় ছিল, যখন প্রাণী-সৃষ্টির জন্য স্ত্রী ও পুরুষ দুই জাতির প্রয়োজন হইত না। তখন স্ত্রীচিহ্ন-বিশিষ্ট প্রাণীরা একাই স্ত্রীপুরুষের প্রয়োজন সাধন করিত এবং পুরুষ-প্রাণীর সাহায্য ব্যতীত স্ত্রী-প্রাণীটী হইতেই

শত শত প্রাণীর জন্ম হইত। পুরুষ-প্রাণীর সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই স্ত্রী-প্রাণীর সৃষ্টি ঘটিয়াছিল। ইহা হইতেই স্পষ্ট বুঝা যাইবে যে, স্ত্রীজাতিকে ভগবান্ পুরুষ জাতির অপেক্ষা নিকৃষ্ট বা নীচ বলিয়া নিজেও মনে করেন নাই। জীব-সৃষ্টির যে সময়ের কথা বলিতেছি, বৈজ্ঞানিকদের মতে, সেই সময়ে মানুষের জন্মই হয় নাই। অতি সূক্ষ্ম প্রাণি-সমূহের ক্রমশঃ উন্নতি হইতে হইতে মানুষের সৃষ্টি হইয়াছে। কিন্তু যখন সৃষ্ট জীবসমূহ অবিকশিত অবস্থায় ক্রমশঃ বংশবিস্তার করিতেছিল, তখন পুরুষ-প্রাণী সৃষ্টির বহু পূর্ব্বেই জীবধাত্রী স্ত্রী-প্রাণীরা আবির্ভূত হইয়াছিল। এই স্থানে স্ত্রী-প্রাণীদের একটা বিশেষ কৌলীন্য প্রমাণিত হইতেছে। সুতরাং তোমাদের মনে আশঙ্কা রাখিবার কারণ নাই যে, তোমরা স্ত্রীলোক হইয়া জন্মিয়াছ বলিয়াই তোমরা নিকৃষ্ট হইয়াছ।

তুমি যখন বড় হইবে, হয়ত তখন বিবাহ করিবে। তখন তুমি তোমার স্বামীর গৃহের অধিষ্ঠাত্রী দেবীতে পরিণত হইবে, তাহার দ্বারা জগতের অশেষ কল্যাণ বিধান করাইবার তোমার ক্ষমতা হইবে, অবিবাহিত থাকার দরুণে যে একটী সুন্দর যুবক হয় ত লক্ষ্যহীন আদর্শহীন উচ্ছৃঙ্খল জীবন যাপন করিতে পারিতেন, তোমার প্রভাবের গুণে তিনি তোমার মহৎ চিন্তা-সমূহের অংশী হইয়া জগৎ হইতে সর্ব্বপ্রকার লক্ষ্যহীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতাকে দূর করিয়া দিবেন, তোমার অলঙ্ঘনীয়

প্রেরণা পাইয়া হয় ত তিনি নানা দিগ্‌দেশে অভাবনীয় কীর্ত্তিসমূহ প্রতিষ্ঠা করিবেন, তোমারই সাহায্য উৎসাহ ও সৎপরামর্শের গুণে দেশে বিদেশে অতুলনীয় যশ অর্জ্জন করিবেন। জগৎ হয়ত না জানিতে পারে যে, লক্ষ্যের প্রতি একনিষ্ঠ সুশৃঙ্খল এই সংযত জীবনের মূলটী কোথায় রহিয়াছে, এই অতুল কীর্ত্তি ও অখণ্ড-যশের উৎসটি কে, কিন্তু তুমি ত' জানিবে যে, জগতের সকল আশ্চর্য্য লভ্য-সমূহ তোমার চরিত্র-বলের ফলেই তোমার স্বামীর মধ্য দিয়া আত্মপ্রকাশ করিল।

তুমি যখন বড় হইবে, যদি তখন বিবাহ কর, হয়ত তোমার পুত্র হইবে, কন্যা হইবে, ইহারা ভবিষ্যৎ ভারতের আশা-ভরসার স্থল হইবে। ইহারা যদি বিপথে চলে, চরিত্রহীন হয়, অসংযমী হয়, স্বেচ্ছাচারী হয়, দেশজননী কাঁদিয়া মরিবেন। তুমি যদি ইচ্ছা কর, নিজের সামান্য চেষ্টার ফলে ইহাদের চরিত্রকে বজ্রের ন্যায় অনমনীয় করিয়া গড়িয়া তুলিতে পারিবে। তুমি যদি ইচ্ছা কর, ইহাদের দ্বারা জগতের যে-কোনও অসাধ্য-সাধন করাইতে পারিবে। তোমার স্নেহের দৃষ্টি, তোমার কটাক্ষের ইঙ্গিত ইহাদের অন্তরে এই ধারণা বদ্ধমূল করিয়া দিতে পারিবে যে, দেশ চায় মানুষ, দেশ একপাল শৃগাল কুক্কুর চাহে না, একপাল কাক-শকুনি চাহে না।

তুমি যদি বিবাহ না কর, যদি তুমি চিরকৌমার্য্য গ্রহণ করিয়া পবিত্র ব্রহ্মচারিণীর জীবন যাপন কর, তাহা হইলেও তোমার প্রভাব দেশের উপরে সমাজের উপরে বড় সামান্য হইবে না। গৃহকর্ত্রী হইয়া তখন তুমি একটী কর্ম্মঠ যুবকের পত্নীরূপে তাহার ভাগ্য-নিরূপণ করিবে না সত্য, জননী হইয়া তখন তুমি নিজ গর্ভজাত পুত্র ও কন্যাদের চরিত্র-গঠন করিয়া দেশের ও জাতির মঙ্গল-সম্ভাবনাকে বর্দ্ধন করিবে না সত্য, কিন্তু তোমার ত্যাগ, চরিত্রবল, দয়া, সরলতা, সেবা এবং সর্ব্বোপরি তোমার পবিত্রতা সহস্র সহস্র নর-নারীকে নৈতিক ও আধ্যাত্মিক বল প্রদান করিবে, সহস্র সহস্র লম্পট-লম্পটীকে সৎপথাশ্রিত করিবে, সহস্র সহস্র বিপথচারী ও বিপথচারিণীকে প্রকৃত পথের সন্ধান দিবে, অকল্যাণে নিমজ্জমান ভোগাতুর পৃথিবীকে কল্যাণের ত্যাগ-সুন্দর মাধুর্য্যে প্রতিষ্ঠিত করিবে। এইরূপ করিয়াছিল রাজকন্যা সঙ্ঘমিত্রার জীবন, এইরূপ করিয়াছিল মাতাজী তপস্বিনীর জীবন, এইরূপ করিয়াছিল বিবেকানন্দশিষ্যা ভগিনী নিবেদিতার জীবন।

সুতরাং মেয়ে হইয়া জন্মিয়া খুব যে একটা ভুল করিয়া ফেলিয়াছ, তাহা মনে করিও না। যদি পবিত্র জীবন যাপন করিতে পার, যদি নিজের শক্তির অপব্যবহার না কর, যদি ইন্দ্রিয়নিচয়কে পাপ হইতে বিরত রাখিতে পার, তাহা হইলে মেয়ে হইয়াও তুমি জগতে যাহা করিতে পারিবে, কোনও

পুরুষ কখনও তাহা করেন নাই, করিতে পারেন নাই। আত্মধিক্কার তোমাদিগকে বর্জ্জন করিতে হইবে এবং নিজের শক্তির পরিচয় নিজে পাইতে হইবে।

কেবল মনুষ্য-জন্ম পাইলেই হইল না। কি ভাবে যে জীবন যাপন করিতে হয়, তাহাও মা শিখিতে হয়। যাহারা ইহা শিখে না, তাহারাই বৃথায় বৃথায় নিজেদের শক্তির অপব্যবহার করে। তুমি চক্ষু পাইয়াছ দেখিবার জন্য, কিন্তু পাপ-ভাবোদ্দীপক কুদৃশ্য নহে। তুমি কর্ণ পাইয়াছ শুনিবার জন্য, কিন্তু জঘন্য লালসার উত্তেজক কুকথা নহে। তুমি ভাষা পাইয়াছ কথা কহিবার জন্য, কিন্তু পাপ-কথার কদর্য্য আলোচনার জন্য নহে। তুমি স্পর্শশক্তি পাইয়াছ, প্রয়োজন-মত বস্তু এই শক্তির সাহায্যে চিনিবার জন্য, নারকীয় কদাচারে নিজেকে ডুবাইয়া দিবার জন্য নহে। কেন কি পাইয়াছ, কি ভাবে কোন্ ইন্দ্রিয়টীর সদ্ব্যবহার হইবে, কি ভাবে কোন্ শক্তির সৎপ্রয়োগ হইবে, এই হিসাবটুকু করিয়া যে পথ চলে, জগতে সে কখনই ছোট হইয়া থাকে না, জগতের কেহ কখনও তাহাকে ছোট করিয়া রাখিতে পারে না।

স্ত্রীজাতির উন্নতির কথা বলিতে যাইয়া অনেকেই সম্প্রতি পুরুষজাতির অন্যায় অধিকারের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া থাকেন। হয়ত তদ্রূপ কার্য্যেরও প্রয়োজন আছে। কিন্তু মা তোমাদিগকে পুরুষজাতির বিরুদ্ধে ক্ষেপাইয়া দিলেই

তোমাদের লাভ হইবে না। তোমাদের মধ্যে আত্মগঠনের আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিত হওয়া চাই, নিজেদের শত দুর্ব্বলতাকে ধ্বংস করিবার জন্য গভীর সঙ্কল্প চাই এবং নিজেদের শত দোষ ত্রুটির সংশোধনের জন্য একাগ্র চেষ্টা চাই। অপরকে গালি দিয়া কেহ বড় হইতে পারে না। নিজে বড় হইতে হইলে নিজের দুর্ব্বলতা, নিজের ত্রুটি, নিজের অক্ষমতা প্রাণপণ যত্নে বিদূরণ করিতে হয়। তোমাকে লক্ষ্য করিয়া দেখিতে হইবে, তোমার নিজের ভিতরে কি ভাবে অলক্ষিতে কোথায় কি দোষ, কি ত্রুটি আসিয়া বাসা বাঁধিয়াছে। আত্মশোধন ব্যতীত কেহ বড় হইতে পারে না এবং আত্মপরীক্ষা ব্যতীত কেহ আত্মসংশোধন করিতে পারে না।

পরের দোষে অন্ধ রহিয়া নিজের দোষ সংশোধনে যাহারা নিরতা, এমন মায়েদের আবির্ভাব আজ ঘটুক। নিজেকে সর্ব্বতোভাবে নির্দ্দোষ নিষ্পাপ ও নিষ্কলঙ্ক করিবার জন্য তোমাদের মধ্যে অসামান্য অধ্যবসায় জাগিয়া উঠুক। আত্ম-সংশোধনের অদম্য প্রয়াস তোমাদের প্রত্যেকটী দৈনন্দিন আচরণের মধ্যে মাথা তুলিয়া দাঁড়াক। তবে ত' তোমরা শুদ্ধ হইবে, পবিত্র হইবে, মহান্ হইবে, উজ্জ্বল হইবে! তবে ত' তোমরা অচিরকালমধ্যে স্পষ্ট উপলব্ধি করিতে পারিবে যে, ছেলেদের চেয়ে তোমরা নিকৃষ্ট নহ, ছেলেদের চেয়ে তোমাদের মহিমা অল্প নহে।

আত্মসংশোধনের মধ্য দিয়া যেমন মানুষ নিজের দুর্ব্বলতা-গুলির পরিচয় পায়, তেমন আবার নিজের সবলতারও পরিচয় পাইয়া থাকে। লক্ষ্য যাহাদের উচ্চ থাকে, জীবনে মহৎ কিছু করিব, এই আকাঙ্ক্ষা যাহাদের প্রবল থাকে, আত্মদোষ অনুসন্ধানের দ্বারা তাহাদের উৎসাহ কমে না, তাহারা বরঞ্চ ইহা দ্বারা লাভবান্ হয়। নিজের দুর্ব্বলতা জানিলেই মানুষ সবলতা লাভের পথ পায়।

আজ তুমি কুমারী। ভবিষ্যতে তুমি যে জীবনই গ্রহণ কর না কেন, তোমার কুমারী-জীবনের ভিত্তিতেই তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের সৌধ গড়িয়া তুলিতে হইবে। ভিত্তি যদি কাঁচা থাকে, সমগ্র সৌধ দুর্ব্বল হইবে, ক্ষণভঙ্গুর হইবে। ভিত্তি যদি অপ্রশস্ত থাকে, বিশাল সৌধ তাহার উপরে নির্ম্মাণ করা সম্ভব হইবে না। ভিত্তি গড়িতে চাই পাকা মশলা, সুদক্ষ কারিকর এবং সতর্ক দৃষ্টি। একটু বাজে মাল বা একটু অসতর্কতা ভিত্তিকে দুর্বল রাখিয়া যাইতে পারে। যদি কখনও কোথাও কোনও দালান তৈরী করিতে দেখিতে পাও, তাহা হইলে ভিত্তি গাঁথিবার সময়ে বিশেষ লক্ষ্য করিয়া দেখিও, ভিত্তির সহিত সমগ্র হর্ম্ম্যের সম্বন্ধ কি।

তোমার কুমারী-জীবনকে ভিত্তি করিয়া ভবিষ্যতে যে মহাজীবনের সুবিশাল সৌধ নির্ম্মিত হইবে, তার উচ্চতা, তার মহনীয়তা, তার বিচিত্রতার ধ্যান জমাও এবং কুমারী-

জীবনটীকে এমন ভাবে সুগঠিত করিয়া লইতে যত্নবতী হও, যেন হেলায় কোনও সুযোগ হারাইয়াছিলে বলিয়া অনুতাপ করিবার কোনও অবকাশ ভবিষ্যতে না থাকে। মেয়ে হইয়া যখন জন্মলাভ করিয়াছ, তখন শত চেষ্টা করিয়াও আর পুরুষ হইতে পারিবে না। কিন্তু যদি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হও, যদি সৎসঙ্কল্প-যুক্তা হও, যদি অধ্যবসায়-সম্পন্না হও, যদি আলস্য বর্জ্জন কর, যদি উচ্চ লক্ষ্যে দৃষ্টি রাখ, তবে, পুরুষদের চেয়ে শতগুণ মহিমা-সম্পন্ন মহৎকার্য্য-সমূহ অনায়াসে সম্পাদন করিয়া যাইতে পারিবে, এই বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করিও।

শুভাশিষ জানিও। আমরা কুশলে আছি। ইতি

আশীর্ব্বাদক
স্বরূপানন্দ

অষ্টম পত্র

জয় গুরু পরমাত্মা

ফেণী, নোয়াখালী
৮ই পৌষ, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা * * *, আজিকার দিনে নিজের ঘরেই কুমারীদের পবিত্রতা নিরাপদ নহে। কুমারীরা জগতের অনেক বিষয়ে অজ্ঞ থাকে,—যে বিষয়ে কোন জ্ঞান তাহাদিগকে কেহ দেয় না, দিতে কুণ্ঠা বোধ করে। এই জন্যই অনেক সময়ে অনেক ব্যক্তি আত্মীয়তা প্রদর্শন করিতে যাইয়া তাহাদের প্রতি এমন ব্যবহার করে, যাহার মধ্যে কোনও অপবিত্রতা

আছে বলিয়া কুমারীরা কল্পনা করিতে পারে না। কিন্তু বিবাহিতা হইবার পরে বিবাহিত জীবনের নবলব্ধ অভিজ্ঞতার আলোকে তাহারা স্পষ্ট দেখিতে পায় যে, কুমারী অবস্থায় আদর দেখাইতে আসিয়া কোনও কোনও আত্মীয় বা প্রিয়জন যে ব্যবহারগুলি করিয়াছে, তাহা সম্পূর্ণ নিষ্কাম স্নেহ নহে, তাহার মধ্যে ঘৃণাজনক, পাপজনক, কলঙ্কজনক ও অপবিত্রতা-জনক কিছু ছিল। কিন্তু তখন জানিয়া, তখন বুঝিয়া, আর কোনও ফলোদয় হয় না। চোর গেলে বুদ্ধি বাড়ে, কিন্তু সেরূপ বুদ্ধিবৃদ্ধিতে কোনও লাভ নাই। মনকে তখন শুধু প্রবোধ দিতে হয়, যাহা হইবার হইয়াছে। কিন্তু তথাপি আত্মগ্লানি যায় না।

অনেকগুলি বিবাহিত ধর্ম্মকন্যা আমাকে তাহাদের কুমারী-কালের ইতিহাস জানাইয়াছে। তাহাতে দেখিয়াছি, প্রায় প্রত্যেকেই পুর্ব্বোক্ত কথারই প্রতিধ্বনি করিয়াছে। মাতা বা পিতা তাহাদিগকে কুমারী অবস্থায় চক্ষে চক্ষে রাখিতেন, ইহা তাহারা বড় ক্লেশকর বিবেচনা করিত। মনে করিত মায়ের বা বাবার একটা মস্তিষ্ক-রোগ জন্মিয়াছে, তাই একটু চখের আড়াল হইলেই কন্যার জন্য তাঁহারা বিব্রত হইয়া পড়েন এবং প্রয়োজনে নিষ্প্রয়োজনে শাসন-পীড়নও করেন। কেহ একটু আদর করিলে, সেই ব্যক্তি সম্পর্কিত আত্মীয়ই হউক বা নিঃসম্পর্কিতই হউক, তাহাকে বড় আপনার মনে

হইত। কিন্তু বিবাহিত হওয়ার পরে যখন স্বামীপ্রেমের আস্বাদন তাহারা পাইল, নারীজীবনের অনেক সংগুপ্ত রহস্য যখন তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া পড়িল, তখন তাহারা বুঝিতে পারিল যে, কুমারী অবস্থায় যতজন তাহাদিগকে যত আদর করিতে চেষ্টা পাইয়াছে, সকলের আদর বা সবগুলি আদরই নিরাপদ নহে এবং পিতামাতা, বিশেষতঃ মাতৃদেবী যে শ্যেনদৃষ্টিতে কুমারী কন্যার প্রত্যেকটী আচরণকে সতর্ক ভাবে লক্ষ্য করিয়া সর্ব্বদা প্রহরা দিতেন, তাহারও গুরুতর আবশ্যকতাই ছিল।

তোমাতে যাঁহার অকুরন্ত বিশ্বাস, তিনিও তোমার প্রতি এই বয়সে কঠোর সতর্ক দৃষ্টি না রাখিয়া পারেন না, কারণ তিনি তোমাকে ভালবাসেন, কারণ তোমার ভালমন্দকে তিনি নিজের ভালমন্দ বলিয়া মনে করেন।

নিজ গৃহেই কুমারী কন্যাকে কেহ নিরাপদ মনে করে না। অবিশ্বাসহেতু নহে,—নিজ তনয়াকে সকলেই বিশ্বাস করে। নিজের কন্যাকে পাপপ্রবণা বা শিথিল-চরিত্রা বলিয়া কেহ সন্দেহ করে না। কিন্তু কন্যার অনভিজ্ঞতা-হেতু এবং গুপ্ত শত্রুর কার্য্যকুশলতা হেতু কি যে না ঘটিতে পারে, কোন ব্যাপার যে অনুষ্ঠিত না হইতে পারে, তাহার ঠিক নাই। বহু স্থানে অনভিজ্ঞা শত সহস্র বালিকা বুদ্ধির ত্রুটিতে জীবনব্যাপী

দুঃখ সঞ্চয় করিয়াছে বলিয়াই পিতামাতার এত আশঙ্কা, এত উদ্বেগ, এত সতর্ক দৃষ্টি। এই দৃষ্টিকে তুমি উৎপীড়ন, নিষ্ঠুরতা বা সন্দিগ্ধতা বলিয়া ভ্রম করিও না মা। তুমি ত অবোধ নহ মা লক্ষ্মীটী। তুমি এই সতর্কতাকে অবিশ্বাস মনে করিয়া বৃথা চিত্তপীড়ায় দগ্ধিয়া মরিও না বাছা আমার! তুমি তোমার প্রকৃত হিতৈষীদিগকে ভুল বুঝিয়া বৃথা কাঁদিও না মা! নূতন কত লোকের সহিত যে পরিচয় স্থাপনের আবশ্যকতা পড়িতে পারে, বলিবার নহে। বিনা প্রয়োজনেও অনেকের সহিত পরিচয় হইয়া যাইবে। জগতের সকল লোকই সাধু নহে। জগতে যাহারা সাধু-সজ্জন বলিয়া পরিচিত, এমন লোকও স্থলবিশেষে সকলের অজ্ঞাতসারে অসাধুজনোচিত চেষ্টা পাইয়া থাকেন—এরূপ ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত প্রত্যেক পল্লীতে ও প্রত্যেক নগরে রহিয়াছে। কেহ আসিয়া পরিচয়ের অনুচিত সুযোগ গ্রহণ করিতে চাহিলে, অনভিজ্ঞা একটী কিশোরী কুমারী সুচতুর পুরুষদের চাতুরী সব সময়েই যে ধরিয়া উঠিতে পারে, তাহা নহে। এমনও দেখা গিয়াছে যে, একটী যুবক একটী কুমারীর সহিত পরিচয় স্থাপন পূর্ব্বক সেই পরিচয়ের মধ্য দিয়া অবৈধ সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইতেছে, আর একটী স্ত্রীলোকই হয়ত সেই ব্যাপারে গোপনে সাহায্য করিতেছে। এরূপ স্থলগুলিতে অত্যন্ত বুদ্ধিমতী কুমারীর পক্ষেও নিজের আসন্নপ্রায় বিপদকে বিপদ বলিয়া সন্দেহ করিবার পথ থাকে

না। ঠিক এই রকম একটী ঘটনা সম্প্রতি কলিকাতায় ঘটিয়া গিয়াছে। একজন স্কুল-শিক্ষয়িত্রীর তত্ত্বাবধানে সরমাকে রাখিয়া সরমার পিতা সরমার স্কুলে পড়িবার ব্যবস্থা করেন। সরমা কুমারী। শিক্ষয়িত্রীকে অত্যন্ত সুশীলা বলিয়াই জানিত। শিক্ষয়িত্রীর দূরসম্পর্কিত এক যুবক ভ্রাতা শিক্ষয়িত্রীর বাড়ীতে মাঝে মাঝে আসিত এবং এই সূত্রে সরমার সহিত যুবকের পরিচয় হইল। শিক্ষয়িত্রী সুকৌশলে এই পরিচয়কে ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে দিতে লাগিল। কিছুদিন পরে সরমা বাপমায়ের মুখে চুণকালী দিয়া যুবকটীর সহিত পালাইয়া গেল। এই ব্যাপার লইয়া একটী মামলার সৃষ্টি হইয়াছে এবং অপমানিতা কুমারী সরমা স্বীকার করিয়াছে যে, শিক্ষয়িত্রীর চতুরতা বা যুবকটীর অন্যায় সুযোগ গ্রহণের চেষ্টা সম্বন্ধে প্রথমে তাহার মনে ঘুণাক্ষরেও কোনও সন্দেহ উদিত হয় নাই। যদি সন্দেহ জাগিত, যদি কেহ তাহাকে একটু চক্ষু ফুটাইয়া দিত, তাহা হইলে আজ তাহাকে সকল মর্য্যাদা হারাইয়া নির্য্যাতিতা হইয়া পতিতা রমণীর চিরদুঃখময় জীবন যাপন করিতে হইত না। কেহ সরমাকে সতর্ক করে নাই, কেহ সরমার উপর সতর্ক প্রহরা রাখে নাই, অথচ তার বাপও ছিল, মাও ছিল, পিতৃমাতৃহীনা অনাথা সে নয়। দোষ সরমার নহে, কিন্তু দুঃখটী পূরাপূরি তাহাকেই ভোগ করিতে হইল এবং হইবে।

তুমি চরিত্রবতী, তুমি সাধন-পরায়ণা, তুমি মহদাদর্শের প্রতি অনুরাগিণী, তুমি উচ্চসঙ্কল্পবতী। সুতরাং তোমাকে যমের ঘরে পাঠাইয়াও এইটুকু বিশ্বাস করা যায় যে, কিছুতেই তুমি নিজের উপরে মৃত্যুর অধিকারকে বিস্তারিত হইতে দিবে না। তোমাকে অবিশ্বাস করিবার কিছু নাই। লম্পট পশুকে তুমি জুতা মারিতে পার, তাহা আমি জানি। তোমার তেজস্বিতা, ক্ষিপ্রকারিতা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের আমি শতমুখে প্রশংসা করি। কিন্তু কৃতান্ত ও কৃতান্ত-দূতীরা কত প্রকার অস্ত্র শস্ত্র লইয়া সাধ্বী সতীর মান-মর্য্যাদাকে আক্রমণ করিয়া থাকে, তাহাদের রণকৌশল কি, কি ভাবে তাহারা ব্যূহ-রচনা করে, তাহা যাহার জানা নাই, তাহার পক্ষে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক। কোন্ রন্ধ্রপথে জীবনের উপরে শনিগ্রহের কোপ পড়িবে, তাহা জানা নাই বলিয়াই সতর্কতার প্রয়োজন। তুমি আমার উপর রাগ করিও না মা, তুমি আমার কথাগুলি বুঝিতে চেষ্টা করিও। মূর্খ তুমি নহ, অবোধ তুমি নহ।

এই যুগে স্বাধীনতার স্পৃহা পুরুষের ন্যায় স্ত্রীলোকদেরও জাগিয়াছে। স্বাধীনতার স্পৃহা নিন্দনীয় নহে। কিন্তু প্রাণ দিয়া যাঁহারা তোমাকে ভালবাসেন, তোমাকে একটুখানি চোখের আড়াল করিলে যাঁহাদের প্রাণ কাঁদিয়া উঠে, সেই পিতা, মাতা ও একান্ত আপনার গুরুজনেরা যখন স্থলবিশেষে

তোমার স্বাধীনতা সঙ্কুচিত করিতে চাহিবেন, তখন বুঝিতে হইবে যে, তাঁহাদের ইচ্ছার ভিতর মঙ্গল আছে। তখন স্নেহপরায়ণ সেই অভিভাবকদের পক্বকেশ ও সাংসারাভিজ্ঞতার পানে তাকাইয়া নিষ্ঠুরতাও মা সহ্য করিতে হয়। ইহাই সন্নীতি, ইহাই সদাচার। বৃদ্ধ বলিয়া যাহারা পিতামাতাকে অবজ্ঞা করে, নিজেদের বৃদ্ধকালে তাহারা পুনরায় নিজ সন্তান-সন্ততির নিকটে অবজ্ঞা পায়।

তুমি যখন বড় হইবে এবং বয়স্কা কুমারী মেয়ের অভিভাবিকা হইবে, তখন তুমিও এইরূপ সতর্ক দৃষ্টি সঞ্চালন করা অত্যাবশ্যক মনে করিবে। আজ নূতনত্বের মোহে নিজ ভবিষ্যৎ কর্ত্তব্য বিস্মৃত হইও না।

বিদ্যার্জ্জনের জন্য যখন পরগৃহেই বাস করিতে হইবে, উপায়ান্তর যখন রহিল না, তখন তোমাকে অত্যন্ত কঠোরতার সহিত কতগুলি নিয়ম পালন করিতে হইবে। তোমার নির্ম্মল-চিত্ততায় সন্দিগ্ধ হইয়া এই নিয়মগুলি স্থাপন করিতেছি না। বরঞ্চ নির্ম্মলচিত্ত বলিয়া তোমাকে প্রাণ দিয়া বিশ্বাস করি বলিয়াই তোমাকে এই নিয়মগুলি পালন করিবার উপদেশ দিতেছি। কারণ, যে নির্ম্মলচিত্ত, সেই হিতৈষী জনের প্রদত্ত নিয়ম ধৈর্য্য ও নিষ্ঠার সহিত পালন করিতে পারে, পতঙ্গ-স্বভাবা সুখ-বিলাসিনী সস্তা মেয়েরা কোনও সন্নীতি বা সুনিয়ম শৃঙ্খলার সহিত শ্রদ্ধা সহকারে পালন করিতে পারে না।

১। যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কোনও লোকের সহিত এক শয্যায় শয়ন করিবে না। একটী ক্ষুদ্র বালিকা বা একটী স্ত্রীলোককেও তোমার সহিত এক শয্যায় শয়ন করিতে দিবে না। ইহাতে যদি অসুবিধা হয়, মাটীতে আঁচল পাতিয়া ঘুমাইবে, তথাপি নিয়মের কঠোরতা কখনও হ্রাস করিবে না। একটী শিশুকেও যদি আলিঙ্গন করিয়া ঘুমাইতে অভ্যাস কর, তবে সেই অভ্যাস তোমার অজ্ঞাতসারে তোমাকে বিপদের জন্যই মাত্র প্রস্তুত করিবে। তোমার বুকে যেন একটী বালিসের স্পর্শ কখনো না পড়ে।

২। যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, একটী শিশুকেও চুম্বন করিবে না এবং তোমাকেও চুম্বন করিবার অধিকার স্ত্রীলোককেও দিবে না। চুম্বন কেবল নৈতিক কারণেই আপত্তিজনক তাহা নহে, চুম্বন হইতে যক্ষ্মা ও উপদংশব্যাধি বিস্তার পায়।

৩। যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, কাহারও সহিত এক থালায় খাইবে না। একপাত্রে আহার হইতে কেবল যে, যক্ষ্মা, উপদংশ প্রভৃতি কদর্য্য ও ভয়ঙ্কর শারীরিক ব্যাধিই জন্মিয়া থাকে, তাহা নহে। ইহা হইতে নৈতিক অধঃপতন আসিয়া থাকে।

৪। যত আত্মীয়তাই হউক, বায়স্কোপ দেখিতে বা থিয়েটার প্রভৃতি শুনিতে কখনও কাহারও সহিত যাইবে না। শত অনুরোধ শত উপরোধ অগ্রাহ্য করিবে। সেকেলে মেয়ে বলিয়া যদি কেহ ঠাট্টা বা বিদ্রূপ করে, তবে তাহা হাসিয়া

উড়াইয়া দিবে। ছায়াচিত্র নাট্যাভিনয় হইতে যদি শিখিবার কিছু থাকে, তবে সেই শিক্ষার সুযোগ তুমি পরে নিলেও চলিবে। ছায়াচিত্রের মহিমায় বাংলার কুমারী-জীবনের উপর কত যে পাপ, কত যে অভিশাপ বর্ষিত হইয়াছে, বলিবার নহে। ছায়াচিত্র উপলক্ষ্য করিয়াই বরিশালের সম্ভ্রান্ত ও শিক্ষিত বংশীয়া হিন্দু-কুমারী শোভনা মুসলমান মহীউদ্দীনের সাথে ঘরের বাহির হইয়া কুলে কালি দিয়াছিল। শোভনা গোড়া হইতেই অপবিত্র-চরিত্রা ছিল না, ছায়াচিত্রেই তাহার মনকে কলুষিত করিয়াছিল এবং তাহারই ফলে সে অপাত্রে নিজ নারী-ধর্ম্মে জলাঞ্জলি দিয়াছিল। বর্ত্তমান ছায়াচিত্রে ধর্ম্মমূলক উপাখ্যানেও এত কদর্য্য দৃশ্যের অবতারণা হয় যে, নির্ব্বিচারে সকল ছায়াচিত্রই বর্জ্জন করা তোমার সাধারণ রীতি হওয়া উচিত।

৫। যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, তোমার শিক্ষাদাতাদের মধ্যে যদি কেহ তোমার প্রতি একটু অতিরিক্ত বা অস্বাভাবিক স্নেহ প্রদর্শনের চেষ্টা করেন, অথবা যদি তোমার ব্যক্তিগত জীবন সম্বন্ধে একান্ত আবশ্যকীয় খুঁটিনাটি জানিবার জন্য অতিরিক্ত আগ্রহ প্রকাশ করেন, অথবা তোমার প্রতি কোনও বিষয়ে সহানুভূতি বা সহৃদয়তা প্রদর্শনের জন্য এমন কোনও বাড়াবাড়ি আরম্ভ করেন, যাহা আংশিক হইলেও লজ্জাজনক, তবে তোমাকে সেই শিক্ষাদাতা সম্বন্ধে একটু তেজস্বিতা ও একটু

স্বাতন্ত্র্য অবলম্বন করিতে হইবে। কেবল লতার মত বাড়িলেই নারী-চরিত্রের মহিমা প্রকাশিত হয় না, প্রয়োজন মত ভুজঙ্গিনীর ন্যায় ক্রুদ্ধাও হইতে হইবে।

৬। যত ঘনিষ্ঠতাই হউক, তোমাকে কেহ কোন উপহার বা উপঢৌকন প্রদান করিলে তাহা গ্রহণ করিবে না। পড়া-শুনার কৃতিত্বের জন্য বিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ যদি প্রকাশ্যভাবে সর্ব্বসাধারণের সমক্ষে কোনও উপহার প্রদান করেন, তবে একমাত্র সেই উপহারই তুমি গ্রহণ করিতে পার। ছোটখাট জিনিষের গ্রহণ ও দানের মধ্য দিয়া অনেক বড় বড় জিনিষের নির্ব্বিঘ্নতা নষ্ট হইয়া থাকে। ক্ষুদ্র একটী বস্তু উপহার গ্রহণের দ্বারা অনেক বড় বড় স্বাধীনচেতা ব্যক্তিরও মাথা অজ্ঞাতসারে অন্যায়ের নিকটে নত হইয়া থাকে।

৭। যত বিশ্বাসভাজনই হউক, অন্ধকার গৃহে কাহারও সহিত আলাপ করিবে না এবং কোনও পুরুষের সহিত একাকিনী অবস্থান সম্বন্ধে সতর্ক হইবে। ঝড়ের বাতাস ঘরের বাতি নিবাইয়া দিয়াছে, আর তৎক্ষণাৎ কুমারী কন্যা অন্ধকার ঘর পরিত্যাগ করে নাই,—এরূপক্ষেত্রে অনেক কুমারীর অমর্য্যাদা ঘটিয়াছে। গ্রীষ্মের দোহাই দিয়া ঘরের বাতি নিবাইয়া দিয়া সুচতুর লম্পট গল্প করিতে করিতে অলক্ষিতে কুমারীর চরিত্রে আঘাত করিয়াছে, এরূপ দৃষ্টান্তও আছে। লম্পট নরপশুরা অন্ধকারের সুযোগ নিবার জন্য সর্ব্বদা ওৎ

পাতিয়া থাকে, অত্যন্ত দুঃসাহসী পাপিষ্ঠেরা ব্যতীত আলোকে
সকল শয়তানে ভয় করে।

৮। যত বিশ্বাসভাজনই হউক, কেহ কোনও প্রতিজ্ঞা
করিতে বলিলে প্রতিজ্ঞার বিষয়টী না জানিয়া পূর্ব্বেই প্রতিজ্ঞা
করিবে না। শতবার যদি সে বলে যে, প্রতিজ্ঞাটী তোমার
ভালর জন্যই করাইতেছে, তবু করিবে না। কেহ যদি বলে,—
"আমার একটী কথা রাখিবে?" তখনি বলিও না,—"রাখিব
কি কথাটী রাখিতে হইবে, তাহা আগে জানিতে হইবে, স্পষ্ট
রূপে জানিতে হইবে, নির্ভুলরূপে জানিতে হইবে। প্রতিজ্ঞার
বিষয় না জানিয়া প্রতিজ্ঞা করার ফলে কত যে অবোধ
বালিকাকে নিদারুণ নৈতিক অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে
এবং প্রতিদিন কত স্থানে যে কত বালিকাকে অত্যন্ত অবাঞ্ছনীয়
দুর্গতিতে পতিত হইতে হইতেছে, তোমার তাহা জানিবার কথা
নহে। যদি শত সতর্কতা সত্ত্বেও কাহারও নিকটে কোন
বিষয়ে প্রতিজ্ঞা-বাক্য প্রদান করিয়া ফেল এবং পরে বুঝিতে
পার যে, এইরূপ প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিলে ধর্ম্মনাশ হইতে পারে
তবে এরূপ ক্ষেত্রে সাহসের সহিত প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করিবে।
যেরূপ প্রতিজ্ঞা করিলে প্রতিজ্ঞা রক্ষা করিতে গিয়া ধর্ম্ম
নীতির মর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ করিতে হয়, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা-ভঙ্গ করিলে
পাপ হয় না, সেইরূপ প্রতিজ্ঞা পালন করিলে পাপ সঞ্চয়
হইয়া থাকে।

৯। যত বিশ্বাসভাজনই হউক, কেহ যদি তোমাকে বলে,—"আমি তোমাকে একটী গোপন কথা বলিতে চাহি, তুমি কাহারও নিকটে প্রকাশ করিবে না ত?" তৎক্ষণাৎ তাহাকে বলিয়া দিতে হইবে,—"গোপন কোনও কথা আমি শুনিতে সম্মত নহি।" গোপন কথা শুনাইতে আসিয়া অনেক যুবক অনেক কুমারীকে ফাঁদে ফেলিয়া থাকে। প্রথম প্রথম হয়ত প্রকৃত গোপনীয় কোনও গূঢ় কথার অবতারণা করে না, গোপন কথাবার্ত্তা কহিবার অভ্যাসটুকু অনাঘ্রাতা কুমারীর সহজবিশ্বাস-প্রবণ নিষ্পাপ চরিত্রে সৃষ্টি করিবার জন্য প্রথম ভাল কথাই গোপনে কহে, পরে সময় বুঝিয়া এবং আস্তে আস্তে ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া লইয়া অসৎ-প্রস্তাবের উত্থাপন করে। একটী লম্পট তোমার জানিত একটী কুমারীকে (* * *) গোপনে গীতা, রাজযোগ, ভক্তিযোগ প্রভৃতি পড়াইত, গোপনে বসিয়া চরকার মহিমা শুনাইত, স্বরাজ লাভের উপায় বলিত। তারপর আসিল সাহিত্যের আলোচনা, বিখ্যাত ঔপন্যাসিকদের অঙ্কিত দুশ্চরিত্র নায়ক-নায়িকার মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণ। এই ভাবে যখন কুমারীটীর নির্ভর ও বিশ্বাস বাড়িয়া গেল এবং সতর্কতা শিথিল হইল, তখন যুবকটী তাহার নিকটে অতি কদর্য্য প্রস্তাব করিল এবং কদর্য্য চেষ্টা পাইল। (* * *) ভগবান্ এই কুমারীটীর মর্য্যাদা নিজহাতে রক্ষা করিয়াছেন, কিন্তু বাংলাদেশে শত শত

কুমারীর মর্য্যাদা এইভাবে নষ্ট হইতেছে। কেহ তাহার খোঁজ রাখে না। যাহারা বা খোঁজ রাখে, তাহারা দেখিয়াও দেখে না।

১০। কেহ যদি তোমার ঘুমের সময় নিষ্প্রয়োজন বা সামান্য প্রয়োজনে তোমার শয়নগৃহে প্রবেশ করেন, তাহা হইলে তিনি নিষ্কলঙ্ক মহাজ্ঞানী পুরুষ হইলেও তাঁহাকে ক্ষমা করিবে না বা তাঁহার আচরণকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখিবে না।

১১। কেহ তোমাকে কোন পত্র লিখিয়া গোপনে উত্তর-প্রার্থী হইলে কখনও তাহার পত্রের জবাব দিবে না বা প্রাপ্তি স্বীকার করিবে না এবং সে যদি তাহার পত্র গোপন রাখিতে বা ছিঁড়িয়া ফেলিতে অনুরোধ করে, তবু সেই পত্র আমাকে বা তোমার পিতৃদেবকে অবিলম্বে প্রেরণ করিবে।

১২। যাহাদের গৃহে বাস করিতেছ, তাহাদের বাড়ীর মেয়েদের ঠাট্টা বিদ্রূপ বা ইয়ারকীর পাত্র কেহ অভ্যাগত আসিলে, বান্ধবীদের দেখাদেখি তুমিও কোন প্রকার চপল রসিকতা করিতে প্রলুব্ধা হইও না এবং তোমার সহিত বৃথা রসিকতার অবতারণা করিতে চাহিলে হাসাহাসি ঢলাঢলি করিয়া বা তাহার ইতরজনোচিত কথাগুলির শ্রবণে অন্যায় আগ্রহ দেখাইয়া তাহাকে বিন্দুমাত্রও প্রশ্রয় দিও না। "না" বলিবার শক্তি এবং স্থানত্যাগের শক্তি কুমারী-মর্য্যাদা রক্ষার বক্ষ ও পৃষ্ঠের দুই দুর্ভেদ্য লৌহবর্ম্ম।

১৩। বিদ্যার্জ্জনের জন্যই যে পরগৃহে বাস করিতেছ, এই

কথা কখনো বিস্মৃত হইও না। বিদ্যার্জ্জন না হইয়া অন্যদিকে তোমার খেয়াল যাইতেছে কি না, প্রত্যহ সেই বিষয়ে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে আত্মপরীক্ষা করিবে। বিদ্যার্জ্জনের নাম করিয়া অনেক কুমারী অবিদ্যা অর্জ্জন করিয়া থাকে।

১৪। নিজের নিয়মিত উপাসনা কখনো সঙ্কোচের সহিত করিও না, নির্ভয়ে এবং সাহসের সহিত নিজ আধ্যাত্মিক সাধনা অবিচলিত উদ্যমের সহিত পরিচালিত করিতে হইবে। নিন্দা-বিদ্রূপ গ্রাহ্য করিবে না এবং অন্তরের ঈশ্বরনিষ্ঠা লুকাইতেও চেষ্টা করিবে না. প্রকাশ্যেই উপাসনা করিবে। বাধা যত বেশী হইবে, ঈশ্বর-সাধনায় অধ্যবসায় তত বেশী দিবে। ঈশ্বর-পরায়ণা ও সৎসাহসিকা মেয়েগুলিকে লম্পটেরা সর্ব্বদা ডরায়।

আরও বহু নিয়ম তোমার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত হওয়া প্রয়োজন। দিনের পর দিন যে সকল নিত্য নূতন অবস্থায় পড়িবে, তাহা আমাকে জানাইবে। আমি অবস্থা বুঝিয়া সময়োচিত উপদেশ প্রদান করিব। আমার প্রকৃত অভিপ্রায় তুমি বুঝিতে সমর্থ হও, ইহাই আমার একান্ত কামনা।

শুভাশিষ জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

নবম পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

ধান্যকুড়িয়া, ২৪-পরগণা
১০ই মাঘ ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু :—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইলাম। কিন্তু তুমি যাহা লিখিয়াছ, তাহার অনুমোদন করিতে পারিলাম না। স্বাস্থ্য নাশ করিয়া তুমি বিদ্যার্জ্জন করিবে, ইহা একটা কথাই হইতে পারে না বিদ্যাই বল, আর ধনই বল, স্বাস্থ্যের কাছে কেহই নহে। জগতে কেবল একটী জিনিষকে আমি স্বাস্থ্যের চেয়ে উচ্চ আসন প্রদান করিব। তাহা হইতেছে ধর্ম্ম বা পবিত্রতা।

ভারত-কুমারীর অনেক বিদ্যার প্রয়োজন নহে, প্রয়োজন হইতেছে বজ্রদৃঢ় স্বাস্থ্য, অনমনীয় চরিত্র-বল। যথার্থ চরিত্রের সাধনা স্বাস্থ্যকে সবল করে, সুপুষ্ট স্বাস্থ্য চরিত্রের সাধনাকে সহজ-সাধ্য করে। এই দুইটী জিনিষই তোমার জীবনে বিকশিত হইয়া উঠুক।

বন্ধুদের দেখাদেখি জীবন-লক্ষ্য নির্ণয় করিতে চেষ্টা করিও না। যাহাদিগকে বন্ধু বলিয়া মনে করিতেছ, তাহারা কেহই তোমার বন্ধু নহে। তুমি নিজেই তোমার প্রকৃত বন্ধু। নিজেকে যদি উদ্ধার করিতে হয়, নিজের বলেই করিতে হইবে। নিজেকে যদি ধ্বংস ও অধঃপতন হইতে রক্ষা করিতে হয়, নিজের উদ্যমেই তাহা সাধিতে হইবে। অপরের দেখাদেখি

ভ্রান্ত পথে পরিচালিত হইও না। তোমার অন্তরের ভিতরে যে আত্মশক্তি-রূপিণী পরম বান্ধবী আছেন, সচ্চিন্তা ও সদনুশীলনের দ্বারা তাঁহাকে জাগাইয়া তোল। তাঁর উপদেশে কাজ কর। তাঁকে তোমার জীবন-পথের সহায় করিয়া লও।

লোভী হও, সুখের নহে, ভোগের নহে, নাম, যশ বা অর্থের নহে, লোভী হও আত্মোন্নতির। দেহ এবং মন উভয়ের উন্নতি তোমাকে যুগপৎ করিতে হইবে। স্ত্রীলোক হইলেও ব্যায়াম করা যায়, স্ত্রীলোক হইলেও ব্যায়াম করিতে হয়। ভগবৎ-সাধনা আর নিয়মিত ব্যায়াম তোমার পবিত্রতা-রক্ষণের শক্তিকে বর্দ্ধিত করিবে। অদৃষ্টের উপরে নির্ভর করিয়া বসিয়া থাকিও না। দশজন কুমারী হাসিয়া খেলিয়া জীবননাট্যের যবনিকা টানিতে চাহে বলিয়াই তোমার জীবনকে সার্থকতায় মণ্ডিত করিতে তুমি কৃপণ হইবে, ইহা কোনও কাজের কথা নহে। মানবদেহ ধারণ করিয়াছ, ইতরসুখে অঙ্গ ভাসাইয়া দিবার জন্য নহে। ধরণীর নিখিল দুঃখ দূর করিবার শক্তি নিয়া তুমি আসিয়াছ, অমোঘ উদ্যমের প্রভাবে সে শক্তিকেই প্রকাশিত কর। শক্তির খেলায় জগৎকে স্তম্ভিত কর। তোমার দৃষ্টান্ত সহস্র সহস্র কুমারীর জীবনকে মঙ্গল-পথাশ্রিত করুক। তোমার সঙ্কল্প লক্ষ লক্ষ কুমারীর মোহতন্দ্রার অপসারণ করুক।

কুশলে আছি। শুভাশিষ জানিও। ইতি— আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

দশম পত্র

জয়গুরু শ্রীগুরু

সরিষাবাড়ী, ময়মনসিংহ
১৮ ফাল্গুন, ১৩৪০

কল্যাণীয়াসু :

স্নেহের মা, * * * তোমার বয়সের মেয়েরা আমোদ-আহ্লাদে দিন কাটাইতে চাহে। কেমন? কিন্তু ইহারা যদি জানিত, ক্ষণস্থায়ী আমোদের লোভে চিরস্থায়ী আনন্দ হইতে নিজেকে বঞ্চিত করা কত বড় ভুল! তোমাদের জীবন শক্তির বিকাশের এবং সঞ্চয়ের, শক্তির অপচয়ের নহে। সকল দিক দিয়া এখন প্রাণপণে নিজের সম্পদ বর্দ্ধিত কর। ক্ষণস্থায়ী সুখের সেবায় শক্তির অপব্যয় করিও না।

আমি তোমাদের সুখের সাধে বাদ সাধিতে চাহি না। অল্প সুখের লোভে তোমরা চিরসুখ হইতে বঞ্চিতা না হও, ইহাই আমার কামনা। ভারাক্রান্ত হৃদয় লইয়া, পাপপঙ্কিল চিত্ত লইয়া স্বাস্থ্যহীনা যে সকল ভ্রষ্টা রমণী পল্লীতে-নগরীতে বিচরণ করিতেছে, তাহাদের জিজ্ঞাসা করিয়া দেখ, অন্তর তাহাদের আনন্দহীন কেন? তোমার মত বয়সে কি তাহারা সুখবর্জ্জন করিয়াছিল? তারই জন্য কি তাহারা আনন্দহীন বিষাদ-ভারগ্রস্ত তমসাচ্ছন্ন জীবন যাপন করিতেছে? যদি সত্য কথা বলে, তবে প্রত্যেকের মুখে উত্তর শুনিবে,—"না।" কৈশোরে সুখবর্জ্জন করিয়াছিল বলিয়াই আজ তাহাদের এই দুরবস্থা

নহে। কৈশোরে শক্তি সঞ্চয় না করিয়া তাহারা শক্তির অপচয় করিয়াছে, স্বাস্থ্যের সম্পদ না বাড়াইয়া তাহারা সুখ-প্রমোদ-লোভে স্বাস্থ্যের উপরে উৎপীড়ন করিয়াছে, চরিত্রের বল বৃদ্ধি করিতে চেষ্টা না করিয়া তাহারা হেলায় খেলায় জীবনকে পরিচালিত করিয়াছে। তাহাদের বর্ত্তমান নিরানন্দ অন্ধকারের উৎপত্তি সেইখানে। কেহ তাহাদিগকে বলিবার ছিল না, কোন্‌টী ভাল, কোনটী মন্দ। কেহ তাহাদিগকে সুপথ ও বিপথের পার্থক্য প্রদর্শন করে নাই। কেহ তাহাদিগকে অন্তরে উচ্চাকাঙ্ক্ষার প্রজ্জ্বলিত অনল জ্বালিতে আসে নাই। দশজনের দেখাদেখি স্রোতের ফুলের মত তাহারা ভাসিয়া চলিয়াছে, কেহ তাহাতে ডুবিয়া মরিয়াছে, কেহ মরিতে মরিতে বাঁচিয়াছে, কেহ উঠিয়া বিবেকের বৃশ্চিক-দংশনে অধীর হইয়া মরণ প্রার্থনা করিয়াছে। স্বাস্থ্যের বল ও চরিত্রের শক্তি সঞ্চয় করিয়া লওয়াই যে-সময়ের শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য, সেই সময়ে যাহারা হিতাহিতবুদ্ধি বর্জ্জন করিয়া দিগ্‌বিদিগ্‌ জ্ঞান হারাইয়া হাসিতে, স্ফূর্ত্তিতে আমোদ-প্রমোদে, নৃত্যে, সঙ্গীতে, নাট্যে, সিনেমায় স্বাস্থ্য এবং শক্তির অসদ্ ব্যয় করে, অকালে তাহারা দেউলিয়া হইয়া পড়ে, প্রয়োজন-সময়ে আর তাহাদের স্বাস্থ্য বা চরিত্রবল কোনও মহৎ কল্যাণ-সাধনে সমর্থ হয় না কিম্বা কোনও উল্লেখ-যোগ্য তৃপ্তি বা আনন্দদানে সক্ষম হয় না।

ভগবানই তোমাদিগকে স্ত্রীলোক করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন। মানুষের ইচ্ছায় তোমরা স্ত্রীলোক হও নাই বা নিজের ইচ্ছাতেও নারী দেহ ধারণ করিয়া ভূমিষ্ঠা হও নাই। ভগবানই তোমাদিগকে পাঠাইয়াছেন,—তাঁর মঙ্গলময় কোনও মহৎ উদ্দেশ্য সম্পাদনের জন্য। সেই উদ্দেশ্য তোমার জীবনে কি ভাবে ফুটিয়া উঠিবে, তাহা অনুসন্ধান করাই সর্ব্বপ্রধান আনন্দজনক বিষয় হওয়া উচিত। নাট্যলীলা দর্শন নহে, তোমার ভিতরে ভগবানের যে লীলা বিকশিত হইতে চাহিতেছে, তোমার ভিতরে ভগবানের যে শুভ অভিপ্রায় আত্মোদ্‌ঘাটনের দাবী করিতেছে, তাহা দর্শনই তোমার সব চেয়ে বড় আমোদের ব্যাপার হওয়া উচিত। কদর্য্য অভ্যাসে আসক্তা, পাপ-কথায় রুচিমতী, পাপ-চিন্তায় পঙ্কিলা, রুগ্না ও লক্ষ্যহীনা "ফ্যাসানের" ক্রীতদাসী হইয়া জগতের পাপ-লালসায় ইন্ধন দেওয়া ও বিবেকী ব্যক্তিদের ঘৃণার পাত্রী হওয়ার জন্যই কি তোমাদের সৃষ্টি? চিন্তা করিয়া দেখ, তোমার এই কুমারী-জীবনের শ্রেষ্ঠ সদ্‌ব্যবহার কি, কি ভাবে চলিলে কুমারী-জীবন সর্ব্ববিধ শ্লাঘনীয় সুষমায় মণ্ডিত হইবে, কিরূপ আচরণ করিলে কুমারী-জীবন ভবিষ্যতে পূর্ণ বিকশিত নারী-জীবনকে সকল ক্ষেত্রে সাফল্য লাভে সমর্থ করিবে, কোন্ পন্থা অবলম্বন করিলে তুমি আমৃত্যু পুরুষজাতির চক্ষে সাক্ষাৎ দেবীপ্রতিমা-স্বরূপে পূজার পুষ্পাঞ্জলি পাইবে। চিন্তা করিয়া

দেখ, কথায়, চিন্তায়, কার্য্যাবলীতে তুমি কেমন হইলে লোকে তোমাকে আদর্শ-স্বরূপিণী জ্ঞান করিবে।

ভগবান্ যদি করেন, তুমি হয়ত তোমার পুণ্যচরিতা ব্রহ্মচারিণী গুরু-ভগ্নীদের ন্যায় চিরকৌমার ব্রত গ্রহণ করিতে পার। সে দিন তোমাকে ঘিরিয়া হয়ত শত শত ধর্ম্মপুত্র ও ধর্ম্মকন্যা দাঁড়াইবে ধর্ম্মোপদেশ লাভের জন্য। চিন্তা করিয়া দেখ, আজ তোমার জীবন কেমন হইলে তুমি তোমার ভবিষ্যৎ জীবনের সেই গুরুদায়িত্বপূর্ণ কর্ত্তব্য পালন করিতে উপযুক্তা হইবে।

ভগবান্ যদি করেন, তুমি হয়ত কোনও চরিত্রবান্ প্রেমিক পুরুষের ভার্য্যারূপে তাঁহার গৃহ আলোকিত করিবে; নিশ্চয়ই সেই পুরুষটি তোমাকে পাইয়া নিজের জীবনকে ধন্য মনে করিবেন এবং তোমাকে প্রাণেরও প্রাণ বলিয়া গণ্য করিবেন। নিশ্চয়ই সেই পুরুষটী তোমার প্রতি ভালবাসার সম্মান রক্ষা করিবার জন্য নিজ চরিত্রকে সম্পূর্ণরূপে নিষ্কলুষ রাখিতে চেষ্টা করিবেন এবং জগতের অপর সকল স্ত্রীলোককে মাতৃজ্ঞান করিবেন। নিশ্চয়ই সেই পুরুষটী তোমার সুখসম্পাদনের জন্য, তোমাকে প্রতিপালনের জন্য, প্রাণ দিয়া পরিশ্রম করিয়া অর্থার্জ্জন করিয়া আনিতে চেষ্টা পাইবেন। চিন্তা করিয়া দেখ, যে ব্যক্তি তোমার জন্য এত ত্যাগ করিবেন, তোমার বর্ত্তমান আমোদস্পৃহা তোমাকে তাঁর স্নেহের, তাঁর ভালবাসার,

তাঁর যত্নের উপযুক্ত পাত্রীতে পরিণত করিতে চলিয়াছে কিনা।

ভগবান্ যদি করেন, তুমি হয়ত ভবিষ্যতে পুত্র ও কন্যার জননী হইবে। এই সকল সন্তানদের মধ্যে কেহ হয়ত রামচন্দ্রের মত সত্যশীল, শ্রীকৃষ্ণের মত নির্লোভ, ভীষ্মের মত সংযমী, বুদ্ধের মত ত্যাগী, শঙ্করাচার্য্যের মত জ্ঞানী, শ্রীচৈতন্যের মত প্রেমিক, রামকৃষ্ণের মত উদার ও বিবেকানন্দের মত কর্ম্মী হইবেন। আজ তুমি গভীর ভাবে চিন্তা করিয়া দেখ, বর্ত্তমান জীবন তোমার তেমন ভাবেই পরিচালিত করিতেছ কিনা, যে ভাবে জীবন চালাইলে এমন সকল ত্রিলোক- উদ্ধারকারী সন্তানেরা তোমাকে "মা" বলিয়া ডাকিলে "মা" কথাটার অপমান হইবে না।

স্ত্রীলোকের দেহ এবং মন ক্ষণিক আমোদে মজিয়া পচিয়া-গলিয়া পূতিগন্ধময় হইলেই তাহার কর্ত্তব্য উদ্‌যাপিত হইল না। স্ত্রীলোকের জঠরেই বুদ্ধ-শঙ্করের জন্ম হইয়াছিল। স্ত্রীলোকের বক্ষের পীযূষ পান করিয়াই গান্ধী অরবিন্দ বড় হইয়াছিলেন। স্ত্রীদেহকে আমি পবিত্রতার খনি বলিয়া মনে করি এবং এই জন্যই স্ত্রীলোক মাত্রকেই জগন্মাতার প্রতিমূর্ত্তি জানিয়া ভক্তিলুণ্ঠিত শিরে প্রণাম করি। ক্ষণিক সুখ-তৃষ্ণার তোমরা দাসী হইতে পার না।

শুভাশিষ জানিও। কুশলে আছি। ইতি আশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

একাদশ পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

শিবপুর, কুমিল্লা
১লা বৈশাখ, ১৩৪১

মঙ্গলান্বিতাসু :—

স্নেহের মা, * * * কুমারীর মনে পাপচিন্তার উৎপত্তি হয় কি ভাবে এবং কখন, তাহার সঠিক নির্দ্ধারণ অতি দুরূহ বিষয়। কিন্তু ইহা সত্য যে, অসতর্ক কুমারীরা কখনও কখনও গুরুতর পাপ-চিন্তায় নিজেদিগকে ক্লিষ্ট করে। তোমাকে সর্ব্বদা পাপচিন্তা হইতে মুক্ত থাকিতে হইবে।

"এই পাপ-চিন্তা আমাকে ঘিরিয়া ফেলিল, এই বুঝি পাপ-চিন্তায় ডুবিলাম"—এইরূপ বিভীষিকা দ্বারা কেহ কখনও নিজেকে পাপ-চিন্তা হইতে রক্ষা করিতে পারে না। পাপ-চিন্তা মনে উদিত হওয়া মাত্র বজ্রহুঙ্কারে তাহাকে বহিষ্কার-বাণী শুনাইয়া দিতে হয়, তবেই পাপ-চিন্তার পলাইবার পথ থাকে না।

নরনারীর প্রণয়ঘটিত উপন্যাস পাঠ, প্রণয়ঘটিত ইতিহাস শ্রবণ, প্রণয়ীযুগলের গুপ্তকথার অনুসন্ধান, প্রণয়মূলক দৃশ্য দর্শন প্রভৃতির ফলে মনের মধ্যে পাপচিন্তা গভীর ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইতে চেষ্টা করে। তখন এমন হয় যে, ইচ্ছা করিয়াও কদর্য্য চিন্তাকে মন হইতে অপসারিত করা যায় না। তখন সৎসঙ্গ, সদ্‌গ্রন্থপাঠ, সদালোচনা, নামজপ, প্রার্থনা ও সৎসঙ্কল্পের দ্বারা পাপচিন্তাকে দূরীভূত করিতে হয়।

যৌবনের ধর্ম্মে আমার এক সময়ে বড় দুর্দ্দিন গিয়াছিল। সর্ব্বদা সৎকার্য্যে নিজেকে নিয়োজিত করিয়া রাখিতাম, সর্ব্বদা উচ্চাকাঙ্ক্ষাকে অন্তরে জাগরূক রাখিতে চেষ্টা পাইতাম, সর্ব্বদা সদালোচনা করিতাম, আত্মোৎকর্ষের উৎসাহ পরিরক্ষণে সযত্ন হইতাম এবং অপর দশ জনকে মনুষ্যত্ব-লাভের উৎসাহ প্রদান করিতাম, কিন্তু পাপচিন্তা আমার মনকে ছাড়িতে চাহিত না। শেষে আমি একটী উপায় অবলম্বন করিলাম। প্রত্যহ শয়নকালে গভীর ভাবে চিন্তা করিতে থাকিতাম,— "পাপ আমাকে কবলিত করিতে পারিবে না, পাপচিন্তা আমাকে অভিভূত করিতে পারিবে না।" এইরূপ চিন্তা একান্ত মনে করিতে করিতে মনে হইতে লাগিল, আমি যেন হিমালয়ের মত বপু ধারণ করিয়াছি এবং যে প্রবল পাপচিন্তা অহর্নিশ দংশনে আমাকে কাতর করিয়াছিল, তাহাই যেন দন্তহীন নখরহীন একটা ভয়ার্ত্ত ক্ষুদ্র শৃগালে পরিণত হইয়াছে। অভ্যাস ছাড়িলাম না, প্রত্যহ শয়নকালে—"নিষ্পাপ আমি হইব, নির্ম্মল আমি হইব, নিষ্কাম আমি হইব,"—এই সঙ্কল্প গভীর নিষ্ঠায় করিয়া যাইতে লাগিলাম। অন্তরের সুপ্ত ব্রহ্ম জাগিয়া উঠিলেন, পাপচিন্তা মহাপ্রস্থান করিল।

স্বেচ্ছায় কখনও এমন প্রলোভনের মুখে দাঁড়াইও না, যাহার প্রভাব তোমার মনে পাপচিন্তার উদ্রেক করিতে পারে। এমন কোনও আলোচনায় যোগ দিও না, যাহার ফলে পাপ-চিন্তা প্রশ্রয় পাইতে পারে। নিজে সাধিয়া এমন কোনও

ঘটনার সৃষ্টি করিও না, যাহা পাপ-চিন্তার উত্তেজক হইতে পারে। এইটুকুই তোমার একান্ত অবলম্বনীয় সতর্কতা। তথাপি যদি নিজের অনিচ্ছাক্রমে শত সতর্কতার প্রাচীর ভেদ করিয়া পাপচিন্তা অন্তর-মধ্যে প্রবেশ করে, তবে যতক্ষণ পর্য্যন্ত—"নিষ্পাপ হইব, পবিত্র হইব, নিষ্কলঙ্ক রহিব"—এইরূপ চিন্তার শাণিত অস্ত্রপ্রহারে পাপচিন্তাকে ভূতলশায়ী এবং ছিন্নশির করিতে না পার, ততক্ষণ আর নিরুদ্যম হইবে না। অধ্যবসায়ের অসাধ্য এই জগতে যা কিছুই নাই। একবারে না পার দুইবারে, দুইবারে না পার দশবারে, দশবারে না পার শতবারে হইলেও অন্তরের গুপ্তশত্রুকে বিনাশ করিবেই করিবে, এই জিদ লইয়া, এই তেজস্বিতা লইয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইও।

কোন্‌টাকে পাপচিন্তা বলিয়া বর্জ্জন করিবে, কোন্‌টাকে সৎ-চিন্তা বলিয়া গ্রহণ করিবে, তাহা নির্দ্ধারণের জন্য কোনও অভিধান ঘাটিতে হইবে না। কোন্‌টা পাপ আর কোন্‌টা পুণ্য, তাহা তোমার মনই তোমাকে বলিয়া দিবে। কোনও চিন্তার উদয় হওয়া মাত্র মনকে জিজ্ঞাসা করিবে, ইহা পাপ, না পুণ্য। মনকে যাহারা নির্ম্মল রাখিতে চেষ্টা করে, তাহাদের মন জিজ্ঞাসা মাত্র সত্য জবাব দিয়া দেয় যদি মন জিজ্ঞাসা মাত্র জবাব দিয়া দিতে না পারে, তবে বুঝিবে, মনকে নির্ম্মল রাখিবার জন্য তুমি উপযুক্ত যত্ন লইতেছ না। সুতরাং সেই ক্ষেত্রে মনকে নির্ম্মলতর করিবার জন্য, স্বচ্ছতর করিবার জন্য

বেশী করিয়া ভগবচ্চিন্তায় মনোনিবেশ করিবে। যখন মন কোনও চিন্তাকে স্পষ্ট ভাষায় সৎ বা অসৎ বলিয়া ঘোষণা করিতে অক্ষম হইবে, তখন সেই চিন্তাকে আপাততঃ বর্জ্জন করিয়াই চলিবে।

পাপবুদ্ধির সহিত কখনই আপোষ-রফা করিবে না। চিত্ত-চপলতার নিকটে কখনই নিজেকে বিক্রয় করিবে না। অসৎ প্রবৃত্তিতে কখনই ইন্ধন জোগাইবে না। অস্ত্রহীন ব্যাঘ্রশিকারী যেমন গুহার মুখে বিশাল প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া উপবাস জর্জ্জরিত করিয়া হিংস্র ব্যাঘ্রকে হত্যা করে, তুমিও তেমন বাসনার মুখে ঘৃতাহুতি দিতে বিরত হইয়া ক্ষুধায় তৃষ্ণায় অধীর করিয়া অসৎ চিন্তাকে ধ্বংস করিয়া ফেলিবে।

লক্ষ্য রাখ উচ্চে, পরম পবিত্র ত্যাগসুন্দর মহান্ আকাশের পানে। ক্ষুদ্র সুখে চিত্ত যেন বিভ্রান্ত না হয়, তুচ্ছ লোভে অমূল্য জীবন যেন ব্যর্থতা না চয়ন করে। শরীরের স্বাস্থ্য ও মনের স্বাস্থ্য উভয়ের দিকে প্রখর লক্ষ্য রাখিও। দেহকে রোগমুক্ত ও মনকে পাপমুক্ত রাখিবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা পাইও। সর্ব্বদা স্বর্গীয় আনন্দে অন্তর-প্রদেশ পূর্ণ রাখিতে চেষ্টা পাইও, আনন্দময় হইও এবং আনন্দদায়িনী হইও।

কুশলে আছি। শুভাশিস জানিও। ইতি—

আশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের
স্বরূপানন্দ

দ্বাদশ পত্র

জয় গুরু শ্রীগুরু

ব্রাহ্মণবাড়িয়া, কুমিল্লা
২রা বৈশাখ, ১৩৪১

নিত্যাশীর্ভাজিনীষু ঃ—

স্নেহের মা, তোমার পত্র পাইয়াছি যথাসময়েই কিন্তু অফুরন্ত ভ্রমণে থাকিয়া উত্তর দিবার অবসর করিয়া উঠা যাইতেছে না। পথশ্রম ত' আছেই, তদুপরি কোথাও গেলে জিজ্ঞাসু ও দর্শনার্থীদের বড়ই ভীড়। এতদিন উত্তর লিখিতে পারি নাই বলিয়া রাগ করিও না মা আমার।

ভিন্ন-জেলার অধিবাসিনী তোমার একটী তরুণী-ভগিনীর নিকটে গতকল্য শিবপুরে বসিয়া একখানা পত্র লিখিয়াছি। সেই পত্রের একখানা অনুলিপি সঙ্গেই প্রেরণ করিলাম। পত্রখানা পাঠে তোমার উপকার হইবে। সেই পত্রখানা তুমি তোমার কুমারী-প্রতিবেশিনীদিগকেও পড়িতে দিও। নিজে সচ্চরিত্রা হইবার সঙ্গে সঙ্গে অপরকে সচ্চরিত্রতা অর্জ্জনের দিকে আকৃষ্ট করা এক পুণ্যজনক কর্ত্তব্য বলিয়া মনে করিও।

আমার ভাষা বুঝিতে তোমাদের কষ্ট হয় ত? হউক, কিন্তু বারংবার পাঠ করিলে এবং অনুরাগের সহিত পাঠ করিলে কঠিন বিষয়ও সহজে বুঝা যায়। আমাকে যদি ভালবাস মা, তাহা হইলে আমার ভাষা বোঝ আর না বুঝ, ভাষাগুলি আমার প্রাণের যে ঐকান্তিক সদিচ্ছা ও শুভাশীর্ব্বাদ বহন করিয়া লইয়া যাইতেছে, তাহা তোমাদের উপরে শুভফল বর্ষণ

করিবেই করিবে। নিঃস্বার্থ শুভকামনা জগতে কখনই বিফল হয় না।

অনেক সময়ে কুমারীর মনে পাপচিন্তা প্রবেশ, করে, কৌতূহলের রন্ধ্রপথে। কুমারীরা পবিত্রতার প্রতিমূর্ত্তি, পূজার ঘরের ন্যায় তাহারা সুপরিচ্ছন্ন, দেহ ও মনে তাহারা অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় অনবদ্য! কিন্তু তথাপি কৌতূহল এমনই একটী জিনিষ যে, পবিত্রতার যে প্রতিমা, ইহার কবলে পড়িলে তার গায়েও গন্ধমূষিকের বিষ্ঠা লাগে,—ঠাকুরঘরের ন্যায় যে পরিচ্ছন্ন, তার মনেও অপবিত্রতার আবর্জ্জনা জমে,—অনাঘ্রাত পুষ্পের ন্যায় যে অতুলনীয় স্নিগ্ধতা-মণ্ডিত, তার গায়েও কীট দংশন করে। কৌতূহল কুমারীর মনকে গোপনীয় বিষয়েও তথ্য-সংগ্রহে ব্যাকুল করে, কৌতূহলের বশে সুপবিত্রা কুমারী অপবিত্র মুখের কাছে শ্রবণযুগল পাতিয়া দেয় এবং অপবিত্রচেতা কোনও সখী বা কোনও ঝি-চাকরাণীর নিকট হইতে জঘন্যভাবে বর্ণিত কদর্য্য বিষয়সমূহ শ্রবণ করে। ঘৃণাজনক জানিয়াও কৌতূহলের প্ররোচনায় সে গোপনে গোপনে লজ্জাজনক বিষয়সমূহ শুনিতে থাকে এবং তাহার ফলে তাহার মন কুচিন্তার আকরে পরিণত হয়। কৌতূহল যদি তাহাকে গোপনতার পথে পরিচালিত না করিত, কৌতূহলের বলে যদি সে গোপনে গোপনে তথ্যানুসন্ধানের চেষ্টা না করিত, পিতা, মাতা অথবা আদর্শচরিত্র গুরুর সহিত খোলাখুলি আলোচনায় যদি জ্ঞাতব্য বিষয় জানিতে চেষ্টা করিত, তাহা হইলে এত অপবিত্রতা, এত

জঘন্যতা তাহার মনোরাজ্যকে লুণ্ঠন করিতে পারিত না। বুদ্ধ, শঙ্কর যে প্রাকৃতিক নিয়মে জগতে আসিয়াছিলেন, সেই নিয়মের মূলসূত্রের অনুসন্ধানে কোনও অপরাধ নাই। নানক-কবীর যে পথে ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন, সেই পথটীকে জানিবার চেষ্টা করিলে কোনও পাপ হয় না। শিবাজী বা রাণাপ্রতাপ যে ভাবে জন্মলাভ করিয়াছিলেন, সেই তত্ত্বকে জানিলে কোন দোষ হয় না! তুমি বা আমিও জন্মলাভ করিয়াছি একই নিয়মে, যে নিয়মে জগতের প্রত্যেক লোক জন্মগ্রহণ করিতেছেন। কিভাবে তোমার জন্ম হইল, ইহা জানিতে চাহিলে, লজ্জার কিছু নাই। কিন্তু যদি যার তার কাছে তাহা জানিতে যাও, তাহা হইলে যেটুকু জানিতে চাহ, তার সঙ্গে সঙ্গে অতিরিক্ত এত কলুষিত বিষয় তোমার কর্ণকুহরে প্রবেশ করিবে যে, তোমার চিত্তের পবিত্রতা আত্মহত্যা করিয়া মরিবে। তুমি যদি অনুপযুক্ত ব্যক্তির নিকটে নিজের কৌতূহল ব্যক্ত কর, তাহা হইলে তোমার যতটুকু জানা প্রয়োজন, তার শতগুণ অধিক নিষ্প্রয়োজনীয় জঞ্জাল আনিয়া তোমার মনের মধ্যে স্তূপীকৃত করা হইবে, যাহার ভারে তুমি শ্বাস ফেলিবার অবকাশ-টুকুও পাইবে না, যাহার চাপে তোমার চিত্তের পবিত্রতা, হৃদয়ের স্বচ্ছন্দতা, মনের আনন্দ দম-বন্ধ হইয়া মরিবে।

তোমার মত বয়সের মেয়েদের মনে প্রথম কৌতূহল যাহা জাগে, তাহা হইতেছে, তোমাকে লোকে ছেলে না বলিয়া মেয়ে বলে কেন, ছেলেদের সহিত তোমাদের বিভিন্নতা কি, ছেলেরা

কেন এক রকমে চলে, তোমাদেরই বা কেন বেশ-ভূষা ও হালচাল আলাদা। গোপনে তুমি যাহাকে এই প্রশ্নটী জিজ্ঞাসা করিয়াছ, সে হয়ত তোমাকে জবাব দিয়া বলিয়াছে যে, ছেলেদের সহিত মেয়েদের তফাৎ না থাকিলে জগতে শিশুর জন্ম হইত না। একদল লোক যখন বার্দ্ধক্য-হেতু মরিয়া যাইতেছে সেই সময়ে তাহাদের স্থান পূরণের জন্য নূতন নূতন শিশুদের আবির্ভাব প্রয়োজন এবং ছেলেদের ও মেয়েদের মধ্যে কতগুলি অপরিবর্ত্তনীয় পার্থক্য রহিয়াছে বলিয়াই মেয়েদের গর্ভে ছেলেরা জন্ম গ্রহণ করে। তারপরেই যদি প্রশ্ন করিয়া বস, ঠিক ঠিক কেমন করিয়া শিশুটী মেয়েদের গর্ভে আসে এবং এই ব্যাপারে ছেলেদের কি করিবার রহিয়াছে, তাহা হইলে তোমাকে যে বিবরণ অপবিত্র মুখ হইতে শ্রবণ করিতে হইবে, তাহা শ্রবণের পরে চিত্তের পবিত্রতা রক্ষা করা অসম্ভব ব্যাপার। পাপাসক্ত বন্ধুর মুখ হইতে এই বিবরণ শ্রবণ করিয়া তার বিষময় ফলে অনেক লক্ষ্মীস্বরূপিণী সুচরিতা কুমারীর আত্ম-চৈতন্যের লোপ ঘটিয়াছে এবং একদিন যে ছিল পবিত্রতার আকর, সে গোপন পাপে দেহ, মন, প্রাণকে কলুষিত করিয়াছে। জগতের যত কুমারী বিবাহের পূর্ব্বেই বিবাহিতা রমণীর ন্যায় গোপন ব্যবহার দ্বারা নিজের সতীত্বকে লাঞ্ছিত করিয়াছে, তাহাদের মধ্যে বোধ হয় শতকরা আশীজনই পাপের সাগরে ডুব দিয়াছে অপবিত্র মুখ হইতে এই বিষয়ের কাহিনী শ্রবণের ফলে। পিতা, মাতা প্রভৃতি স্নেহময় গুরুজনকে এই কাহিনী

কেহ জিজ্ঞাসা করে না এবং করিলেও হয়ত পিতামাতা সরল সহজভাবে উত্তর না দিয়া কথাটা চাপিয়া যান, ইহারই ফলে কুমারীরা এই বিষয়ে তথ্য অনুসন্ধানের জন্য যার-তার শরণাপন্ন হয়। আমি কিন্তু পিতৃস্বরূপে তোমার নিকটে এই বিষয়ে বলিব এবং তুমি আমার কন্যাস্বরূপিণী হইয়া এই বিষয় শ্রবণ করিবে। পবিত্র মনে আমি বলিব, পবিত্র মনে তুমি শ্রবণ করিও। কৌতূহল যেন তোমাকে আর যার-তার কাছে ঠেলিয়া নিয়া যাইতে না পারে। সব কথা খোলাখুলি বলিব, নিঃসঙ্কোচে বলিব, তুমিও নিঃসঙ্কোচে শুনিও, শ্রদ্ধার সহিত শুনিও। অপরে যে কাহিনী বলিয়া তোমার মনে অপবিত্রতার উচ্ছ্বসিত তরঙ্গ সৃষ্টি করিয়া তোমাকে বিষম বিপদে ফেলিয়া দিয়া যাইত, আমি সেই কাহিনীই তোমার নিকটে বলিয়া তোমাকে সকল অপবিত্র কামনা ও কলুষিত বাসনার অসহনীয় অত্যাচার হইতে রক্ষা করিব। আমি পিতা, তুমি কন্যা, তাই তোমাকে ভবিষ্যৎ বিপদ-সম্ভাবনা হইতে রক্ষা করা আমার কর্ত্তব্য। তুমি কন্যা, আমি পিতা, তাই আমার প্রত্যেকটী কথা সুস্থির চিত্তে, অনুদ্বিগ্ন চিত্তে, পবিত্র চিত্তে, শ্রবণ করা তোমার কর্ত্তব্য। আমি তোমাকে অজ্ঞানতা হইতে রক্ষা করিয়া পিতার কর্ত্তব্য করিব, তুমি আমার উপদেশ পালন করিয়া কন্যার কর্ত্তব্য করিবে।

একদিন বা দুইদিন মধ্যে আমি চট্টগ্রাম যাইতেছি। সেখানে যাইয়া আমি পরবর্ত্তী পত্রে বিস্তারিত লিখিব।

ইতিমধ্যে তুমি আমার এই পত্রখানা অন্ততঃ দশবার পাঠ করিবে। যে সব স্থান বুঝিতে তোমার কষ্ট হয়, সেইগুলি বুঝিবার জন্য অতিরিক্ত মানসিক শ্রম না করিয়া একধার হইতে ধীরে ধীরে পড়িয়া গেলে যাহা বুঝিতে পারা যায়, তাহাই বুঝিতে চেষ্টা করিবে। বারংবার পড়িতে পড়িতে দেখিবে সব কথাই বুঝিতে পারিতেছ। আমার পরবর্ত্তী পত্র যাইবার পূর্ব্বেই এই পত্রখানার প্রত্যেকটী কথা যাহাতে তোমার স্পষ্টরূপে বোধগম্য হইয়া যায়, তার জন্য বহুবার পাঠ করিবে। আমি যে আমার পত্রের সঙ্গে সঙ্গেই আছি। আমি যে মা আমার পত্রের প্রত্যেকটী বাক্যের মধ্য দিয়া তোমার নিকটে উপস্থিত হইতেছি, এই কথাটুকু বিশ্বাস করিয়া পত্র পাঠ করিলেই দেখিও, পত্রের প্রত্যেকটী কথা তোমার বোধগম্য হইয়া যাইবে।

এই দুই দিন সময়ের মধ্যে তোমাকে আরও একটী কাজ করিয়া রাখিতে হইবে। এই দুইটী দিন তুমি তোমার সমস্ত দেহটীর প্রত্যেকটী অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে পৃথক্ করিয়া চিন্তা করিও এবং ধ্যান করিও যে, প্রত্যেকটী অঙ্গ বিধাতার বিশেষ বিশেষ মঙ্গলেচ্ছা সাধনের জন্য সৃষ্ট হইয়াছে। ধ্যান করিও,—কোনও অঙ্গই অনাবশ্যকীয় নয়, কোনও অঙ্গই অনাদরণীয় নয়, কোনও অঙ্গই অপবিত্র নয়, কোনও অঙ্গই অপব্যবহারের জন্য সৃষ্ট হয় নাই। প্রত্যেকটী অঙ্গ ও প্রত্যঙ্গের বিশেষ বিশেষ ব্যবহার আছে এবং প্রত্যেকটী অঙ্গের সদ্ব্যবহার করাই কর্ত্তব্য,

প্রত্যেকটী অঙ্গের অপব্যবহার হইতে বিরত থাকাই কর্ত্তব্য। চক্ষুই বল, কর্ণই বল, নাসিকাই বল, জিহ্বাই বল, বক্ষই বল স্তনই বল, উদরই বল, গোপনীয় অঙ্গই বল, মলদ্বারই বল, সকলগুলিরই সদ্ব্যবহার করা ধর্ম্ম, অসদ্ব্যবহার করা অধর্ম্ম। তোমার শরীরেই প্রত্যেক অঙ্গে শ্রীভগবান্ বাস করেন। চক্ষুতেও বাস করেন, কর্ণেও বাস করেন, বক্ষেও বাস করেন, স্তনেও বাস করেন, উদরেও বাস করেন, উপস্থে (গুপ্তস্থান)ও বাস করেন, পৃষ্ঠেও বাস করেন, নিতম্বেও বাস করেন। ভগবানের বাসস্থান অপবিত্র রাখিবার কাহারও অধিকার নাই, ভগবানের বাসস্থানে অপবিত্র কাজ করিবার কাহারও অধিকার নাই, ভগবানের বাসস্থানকে অপবিত্র কাজের জন্য ব্যবহার করিবার কাহারও অধিকার নাই। তোমার শরীরের একটী অঙ্গকেও, তাহা মুখই হউক আর মূত্রত্যাগের ইন্দ্রিয়ই হউক, তাহা গ্রীবাই হউক আর কটিদেশই হউক, অপবিত্র কার্য্যে তুমি ব্যবহার করিতে পার না।

মনে মনে ধ্যান জমাইতে থাক যে, তোমার মুখ তুমি অপবিত্র কথার উচ্চারণে ব্যবহৃত হইতে দিতে পার না, তোমার কর্ণ তুমি অপবিত্র কথা শ্রবণে ব্যবহৃত হইতে দিতে পার না, তোমার চক্ষু তুমি অপবিত্র দৃশ্য দর্শনে ব্যবহৃত হইতে দিতে পার না, তোমার দেহে তুমি কোনও পাপজনক স্পর্শ ঘটিতে দিতে পার না। তোমার ওষ্ঠ বা স্তনকে, বক্ষ বা পৃষ্ঠকে

তুমি এমন ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিতে পার না, যাহা দ্বারা চিত্ত মলিন হইবে, মন অপবিত্র হইবে, দেহ কলুষিত হইবে। তোমার শরীরের সবচেয়ে যেটুকু গুপ্ত স্থান, যে স্থানের সাহায্যে মূত্রাদি পরিত্যাগ কর, সেই স্থানটীকেও ভগবানের বাসস্থান জ্ঞান করিয়া এমন সতর্কতার সহিত তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, যেন তাহার কোনও প্রকার অপব্যবহার না ঘটে। ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া এই গুপ্ত অঙ্গটীর এমন কোনও ব্যবহার তুমি করিতে পার না, যাহা তোমার দেহকে অপবিত্র ও মনকে পাপাসক্ত করিতে পারে। তোমার ঠাকুর-ঘরের মাঝখানে কেহ যদি একটা পিচকারী দিয়া কতকগুলি কাদাগোলা ফেলিয়া দিয়া যায়, তুমি কি তাহাতে ঠাকুরের অসম্মান জ্ঞান করিবে না? তোমার ঠাকুরের সিংহাসনের কোণায় যদি কেহ একটা বর্শ্মা দিয়া খোঁচা দিয়া যায়, তাহা হইলে তুমি কি ইহাতে তোমার ঠাকুরের অসম্মান হইল বলিয়া মনে করিবে না? তোমার ঠাকুরঘরে প্রবেশের যাহার অধিকার নাই, এমন কোনও নীচ ব্যক্তি যদি তোমার ঠাকুরঘরের ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, তবে কি তুমি তোমার ঠাকুরঘরকে অপবিত্র এবং ঠাকুরকে অসম্মানিত বলিয়া মনে করিবে না? ঠাকুরঘর লেপিবার জন্য গোবর-মাটির দরকার হয়, কিন্তু তোমার ঠাকুর-ঘরকে স্পর্শমাত্র করিবার অধিকার যাহার নাই, সে যদি ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া গোবর-মাটির লেপন করিতে চাহে, তবে কি তুমি কখনও তেমন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পার?

তুমি এমন ভাবে ব্যবহৃত হইতে দিতে পার না, যাহা দ্বারা চিত্ত মলিন হইবে, মন অপবিত্র হইবে, দেহ কলুষিত হইবে। তোমার শরীরের সবচেয়ে যেটুকু গুপ্ত স্থান, যে স্থানের সাহায্যে মুত্রাদি পরিত্যাগ কর, সেই স্থানটীকেও ভগবানের বাসস্থান জ্ঞান করিয়া এমন সতর্কতার সহিত তাহাকে রক্ষা করিতে হইবে, যেন তাহার কোনও প্রকার অপব্যবহার না ঘটে। ধর্ম্ম-বুদ্ধি-বর্জ্জিত হইয়া এই গুপ্ত অঙ্গটীর এমন কোনও ব্যবহার তুমি করিতে পার না, যাহা তোমার দেহকে অপবিত্র ও মনকে পাপাসক্ত করিতে পারে। তোমার ঠাকুর-ঘরের মাঝখানে কেহ যদি একটা পিচকারী দিয়া কতকগুলি কাদাগোলা ফেলিয়া দিয়া যায়, তুমি কি তাহাতে ঠাকুরের অসম্মান জ্ঞান করিবে না? তোমার ঠাকুরের সিংহাসনের কোণায় যদি কেহ একটী বর্শ্মা দিয়া খোঁচা দিয়া যায়, তাহা হইলে তুমি কি ইহাতে তোমার ঠাকুরের অসম্মান হইল বলিয়া মনে করিবে না? তোমার ঠাকুরঘরে প্রবেশের যাহার অধিকার নাই, এমন কোনও নীচ ব্যক্তি যদি তোমার ঠাকুরঘরের ভিতরে ঢুকিতে চেষ্টা করে, তবে কি তুমি তোমার ঠাকুরঘরকে অপবিত্র এবং ঠাকুরকে অসম্মানিত বলিয়া মনে করিবে না? ঠাকুরঘর লেপিবার জন্য গোবর-মাটির দরকার হয়, কিন্তু তোমার ঠাকুর-ঘরকে স্পর্শমাত্র করিবার অধিকার যাহার নাই, সে যদি ঠাকুরঘরে ঢুকিয়া গোবর-মাটির লেপন করিতে চাহে, তবে কি তুমি কখনও তেমন প্রস্তাবে সম্মত হইতে পার?

যে ইন্দ্রিয় দ্বারা মূত্র ত্যাগ করিতে হয়, দেহের মধ্যে তাহাকে এবং তাহার সংলগ্ন অংশটুকুকে সব চেয়ে গোপনে রাখার রীতি আছে। এই রীতি কেন হইয়াছে জানো? এই গুপ্ত ইন্দ্রিয় সকল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, ইহার স্বাস্থ্যের উপরে সমগ্র শরীরের স্বাস্থ্য নির্ভর করে, ইহার পবিত্রতার উপরে সমগ্র দেহের পবিত্রতা নির্ভর করে, ইহার শুদ্ধতা রক্ষাই স্ত্রীলোকের পক্ষে সতীত্ব, ইহার অপব্যবহারই অসতীত্ব, ইহার অপব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা পাপজনক কার্য্য, ইহার অপব্যবহারই সর্ব্বাপেক্ষা ঘৃণাজনক দুষ্কৃতি। এই ইন্দ্রিয়টীকে অতি গোপনে লোকচক্ষুর অন্তরালে বস্ত্রাদি দ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখিবার রীতি এই জন্য হইয়াছে যে, এই ইন্দ্রিয়টীর যে সংযম করিতে পারে, ঈশ্বর-দর্শন তার সহজ হয়, এই ইন্দ্রিয়টীর যে অন্যায় ব্যবহার করে না, তার পক্ষে যে কোনও কঠিন বিষয়ে মনঃসংযোগ সহজে হয়, এই ইন্দ্রিয়টীকে সর্ব্বপ্রকার অপব্যবহার হইতে যে রক্ষা করিতে পারে, তাহার দেহের লাবণ্য ও মনের বল সহস্র ধারায় প্রবাহিত হয়। এই ইন্দ্রিয়টীকে গোপনে লুকাইয়া রাখিবার মধ্যে ভগবানের বিশেষ অভিপ্রায় এই যে, এখানেই সকল জীবের সৃষ্টি, ইহা মানব-জাতির প্রসূতি-গৃহ বা মাতৃনিকেতন, এই জন্যই ইহার একটী নাম যোনি,—ইহা তীর্থস্থানের ন্যায় পবিত্র এবং অনধিকারীর অলঙ্ঘনীয়। তোমার ওষ্ঠ, গণ্ড বা বক্ষে যদি কোনও অপবিত্র স্পর্শ ঘটিতে দিলে হয় একগুণ পাপ, তবে এই গুপ্তেন্দ্রিয়ে

কোনও অপবিত্র স্পর্শ ঘটিতে দিলে হয় সহস্রগুণ পাপ। এই জন্যই শ্রীভগবান্ এই ইন্দ্রিয়কে গুপ্ত-স্বভাব করিয়া সৃষ্টি করিয়াছেন।

শরীরের প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গকে ভগবানের অধিষ্ঠান-ভূমি বলিয়া কল্পনা করিতে থাক। যাহা প্রকৃত সত্য, তাহাকে উপলব্ধি করিতেও অনেক সময়ে কল্পনার প্রয়োজন হয়। তেমন কল্পনা দোষের নহে। কল্পনা কর,—পরম-প্রাণারাম পরমেশ্বর তোমার দেহের প্রত্যেকটী অণুপরমাণুতে আসিয়া অধিষ্ঠান রচনা করিয়াছেন এবং তোমার দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে এক একটী মহাতীর্থের সূচনা করিয়াছেন। তোমার শরীরের কোটী কোটী অণুপরমাণুতে কোটী কোটী তীর্থের এইভাবে উদ্ভব ঘটিয়াছে। এই তীর্থগুলিকে তুমি কিছুতেই অপবিত্র হইতে দিবে না, এই প্রতিজ্ঞা আজ তুমি দৃঢ়ভাবে করিতে থাক। তোমার চিত্ত যেন নিমেষের জন্যও এই সুদৃঢ় প্রতিজ্ঞা হইতে বিচ্যুত না হয়। তোমার সর্ব্বদেহমনের পবিত্রতার সম্ভ্রম যে তুমি প্রাণ গেলেও পরিত্যাগ করিবে না, এই সঙ্কল্পকে তুমি প্রতি পলে প্রতি অনুপলে মনের মধ্যে পরিপুষ্ট করিতে থাক। তোমার প্রত্যেকটী অঙ্গপ্রত্যঙ্গের পবিত্রতা রক্ষার উপর তোমার আর কোন বড় ধর্ম্ম নাই, আর কোনও বড় নীতি নাই, আর কোনও বড় কর্ত্তব্য নাই, আর কোনও বড় ব্রত নাই—এই প্রত্যয়ে সুপ্রতিষ্ঠিতা

হও এবং বারংবার প্রতিজ্ঞা কর, কাহারও প্ররোচনাতেই তুমি পবিত্রতা হইতে ভ্রষ্ট হইবে না, কাহারও কুবুদ্ধিতেই তুমি ব্রতত্যাগিনী হইবে না, কোনও পাপ-বাসনার উত্তেজনাতেই তুমি আত্মহারা হইবে না, কোনও প্রলোভনেই তুমি পরাজিতা হইবে না। সঙ্কল্প যাহার সৎ, ভগবান্ তাহার সহায়। সঙ্কল্প যাহার তীব্র, সাফল্য তাহার অনিবার্য্য। সৎ সঙ্কল্পই যথার্থ জীবন, অসৎ সঙ্কল্পই মরণ। জীবনের পথেই তুমি চলিবে, নিজে জীবন্ত হইয়া সহস্র সহস্র মরণ-ভয়াতুর বিকৃতমনা কদাচারীর অন্তরে জীবনীয় অমৃত-রসায়ন বিতরণ করিবে। লক্ষ্য রাখিও স্থির, আকাঙ্ক্ষা রাখিও মহৎ।

তোমাদের সকলের সর্ব্বাঙ্গীণ কুশল জানিবার জন্য আকাঙ্ক্ষিত রহিলাম। * * * শুভাশিস জানিও। আমরা কুশলে আছি। ইতি—

শুভাশীর্ব্বাদক
তোমার স্নেহের সন্তান
স্বরূপানন্দ

ত্রয়োদশ পত্র

হরিওঁ

ব্রাহ্মণবাড়িয়া
২রা বৈশাখ, ১৩৪১

কল্যাণকলিতাসু :—

স্নেহের মা, জগতে ভগবানের নব নব আবির্ভাব ঘটিতেছে। মানুষ-রূপে তাঁহার আবির্ভাবই মানব-মানসে অসীম প্রেরণা

দিয়াছে। নিখিল জগতের প্রতি জীবের কল্যাণের জন্য তিনি মানব-তনু ধারণ করিয়া থাকেন, ভারতের ইহা এক অতি বিশিষ্ট অনুভূতি।

কিন্তু কেমনে হইবে তাঁহার আত্মপ্রকাশ, যদি কতকগুলি দুশ্চরিত্র ব্যক্তির ঔরসেই বারংবার তাঁহাকে মাতৃগর্ভে যাইতে হয়, যদি কতকগুলি অসতী নারীর গর্ভেই তাঁহাকে দশ মাস দশ দিন কারাযন্ত্রণা ভোগ করিতে হয়, যদি অসংযত-স্বভাবা, চঞ্চল-চরিতা, দূষিত কর্ম্মে আসক্তা রমণীর গর্ভ হইতে তাঁহাকে ভূমিষ্ঠ হইতে হয়?

প্রত্যেক জীবের মধ্যেই ভগবান্ রহিয়াছেন, প্রত্যেক জীবের ভিতর দিয়াই তিনি নিজেকে বিকশিত করিবার লীলা খেলিতেছেন। ভাবিয়া দেখ দেখি, কৌমার অবস্থা হইতেই জগতের প্রত্যেকটী ভবিষ্যৎ জননীর কেমন পবিত্র দেবীস্বভাবা হওয়া প্রয়োজন?

সমগ্র জগতের শ্রেষ্ঠ মানবেরা তাঁহাদের মায়ের জীবনের পূর্ণ পবিত্রতার ধ্যান ও অনুধ্যান করিয়া করিয়া জগতের গুরু হইয়াছেন। তোমার কৌমার জীবন এমন পবিত্র হউক, যেন তাহার ধ্যানে নিখিল জগতের প্রতিটি মানবের কুশল হয়।

ইতি —

নিত্যাশীর্ব্বাদক

স্বরূপানন্দ

(সমাপ্ত)